মানস-প্রতিমা

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার

মূল্য দুই টাকা মাত্র

শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্তৃক
বায় জামনা (হুগলী) হইতে
প্রকাশিতা।

বি. মজুমদার কর্তৃক
১২।১৩বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
(ব্যাকপোরশান) কলিকাতা-৬
হইতে পরিবেশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
শুভ রথযাত্রা
১৩৫৬

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলেজ হোম—৫৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
বাণী লাইব্রেরী—৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট
নবগ্রন্থ কুটীর—৫৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট
মহামায়া বুক ডিপো
১২৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মফঃস্বল এজেন্ট ঃ
আর, এন, বাগচী শ্রীরামপুর (হুগলী)

মুদ্রাকর
শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম

কলিকাতা

"সরোজ-কুটীরে"র আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত ড্রয়িং রুম। আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত সরোজ বসু নিবিষ্টচিত্তে রেশবুকের পাতা উল্টাইতেছেন। তাঁহার চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে —জন-কোলাহল-মুখরিত গড়ের মাঠে রেশের ঘোড়া বাজি জিতিবার আপ্রাণ চেষ্টায় এ ওকে ফেলিয়া—ও তাকে ডিঙ্গাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে।

সামনের টেবিলের উপরে Stand Calendar এ বেশ বড় বড় অক্ষরে SATURDAY লেখা রহিয়াছে।

সরোজবাবু কোন্ ঘোড়াটী কাহাকে কাত করিয়া বাজি মাৎ করিতে সক্ষম হইবে—তাহাই যখন অঙ্ক কষিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন অন্দর মহলে তিন চারিটা শঙ্খ এক সঙ্গে প্রাণ বিট্‌কেলে-ধ্বনিত হইয়া সরোজবাবুর একনিষ্ঠ চিন্তার ব্যাঘাত করিল। সরোজবাবু খাতা-পেন্সিল হইতে নিরত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং কিয়ৎকাল নিঃশব্দ থাকিয়া কি যেন কি খানিক ভাবিয়া ভিতরে যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় সরোজবাবুর বিধবা মামী সুহাসিনী সহাস্য আননে সরোজের সম্মুখে আসিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিবার বিষয়টী হাসির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসী হইলেন। তদ্দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সরোজবাবু নিরুত্তর থাকিয়া স্বীয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মামী সুহাসিনী আর নিরুত্তর থাকিতে না পারিয়া সাগ্রহে বলিলেন—

"সরোজ! বৌমার একটি খুকি হয়েছে।" উত্তরে সরোজবাবু হতাশ ভাবে বলিলেন, "খু-কি!"

সুহাসিনী। মুখটা অমন করলি যে! মেয়ে নয় রে মেয়ে নয়—যেন প্রতিমা! চল্‌না—একবার দেখ্‌বি চল্‌না?

সরোজ। না মামী! বইখানা ভাল করে' দেখি দাঁড়াও! মেয়ের বিয়ে ত' দিতে হ'বে! আজ থেকে নতুন ক'রে একটা চিন্তা বা'ড়ল দেখছি!

সরোজবাবু অভিনয় ভঙ্গিতে নিকটস্থ কেদারায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ব্যাপারটীকে অত্যন্ত গুরুতর ভাবিয়া মামী সুহাসিনী সরোজকে সান্ত্বনা দিবার ছলে সত্যসত্যই গভীর আন্তরিকতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"যত সব অনাছিষ্টি কথা! বলি—চিন্তা আবার কিসের শুনি? প্রতিমা আমার বেঁচে থাক—তোর আবার অভাব কিসের রে? ঘোড়ার মাঠে ঢেলে ঢেলে এখন যা আছে, তা' দিয়ে অমন দশটা প্রতিমার বিয়ে দিলেও তোর ভাঁড়ার খালি ক'রে কা'র সাধ্য!"

মামীর কথায় আঘাত হানিয়া গম্ভীরতায় উল্লাস চাপিয়া

সরোজবাবু বলিলেন—"মামী যে একেবারে মেয়ের নাম করণ পর্য্যন্ত ক'রে ফেলেছ দেখছি! কে বলে মামী আমাদের সেকেলে! মামীর পছন্দ আছে দেখছি! প্র—তি—মা! বাঃ বেশ নামত'!"

সু। ভাল-মন্দের বিচার পরে হ'বে। এখন চ'—আমার প্রতিমাকে একবার দেখবি চ'?

স্থ। চল—এত ক'রে ব'লছ যখন একবার দেখেই আসা যাক্।

মামী-সুহাসিনীকে অনুসরণ করিয়া সরোজবাবু অন্দরের দিকে পা বাড়াইলেন। ভিতর হইতে পুনরায় শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল।

সরোজবাবু ধনী লোক। বাড়ী, গাড়ী ও ব্যাঙ্কের টাকা সবই তাঁহার ছিল। ছিল না কেবল কোন সন্তান-সন্ততি। আজ তিনি তাহাও লাভ করিলেন। সংসারে স্ত্রী শিবানী ও বিধবা মামী সুহাসিনী ছাড়া পোষ্য বলিতে তাঁহার কেহই ছিলনা। এই ছোট্ট সংসারটী বামুন-চাকর লইয়া বেশ জম্ জম্ করিত। অভাব বলিতে যে সংসারে কিছুই নাই সে সংসারে শান্তি চির বিরাজমান হইয়াও এতদিন কি যেন কেমন করিয়া নিঃসন্তান জনক-জননীর মনের নিভৃত কোনে অনেকখানি অশান্তি গোপনে বাসা বাঁধিয়া বসবাস করিতেছিল। প্রতিমার শুভাগমনে আজ সে দুঃখের স্থানটুকু সুখে ভরিয়া উঠিল। বুঝিবা কোন দেবতার আশিষ আজ সরোজবাবুর

সংসারে বর্দ্ধিত হইল। সকলের স্নেহ যত্নে লালিত-পালিত প্রতিমা—শশীকলার ন্যায় দিনের পর দিন রূপে গুণে সকলকে মোহিত করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

সরোজবাবুর বিষয়-আশয় পৈত্রিক।

পৈত্রিক ভদ্রাসনে বসবাস এবং পৈত্রিক সম্পত্তি বৃদ্ধি না করিয়া প্রয়োজন মত খরচ করিয়া গেলেও তাহা তাঁহার জীবনে ওই দুইটার মধ্যে কোনটাই ক্ষয় পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই সরোজবাবুর পক্ষে অর্থোপার্জ্জনে বিরত থাকিয়া দিনের পর দিন রেশ খেলিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা আপাততঃ সম্ভব হইয়াছিল—ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে কি না সে চিন্তা করিবার অবসব তিনি এ পর্য্যন্ত পান নাই।

সকলের হাজার প্রতিবাদও সরোজবাবুকে রেশ খেলিবার নেশা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তাঁহার ওই নেশা পেশা হইয়া দাঁড়াইল। বিস্তর হার—অল্প জিতের মধ্য দিয়া সরোজবাবুর জীবনের দিনগুলি বেশ সুখের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ব্যাঙ্কের টাকা, পৈত্রিক বাড়ী ও গাড়ী, মামী-সুহাসিনীর স্নেহ, স্ত্রী শিবানীর ভালবাসা, কন্যা-প্রতিমার মমতা—সবই অতিমাত্রায় যখন রহিয়াছে তখন সরোজবাবুর অভাবই বা কিসের?

দ্বিতীয়

মানুষের জীবনের সব ঘটনাই বলিবার মত ঘটনা নহে। তাহার মধ্যে কাট-ছাঁট করিয়া যতটুকু শুনিবার মত ততটুকুই লোকে বলিয়া থাকে।

সরোজবসুর একমাত্র কন্যা প্রতিমা আজ গত কয়েক বছর অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অনেক বড় হইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষা বয়সোচিত যেমন ধনীর নন্দিনীর হওয়া উচিত প্রতিমারও তাহাই হইতেছে। প্রতিমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যাহা দেখে, যাহা শোনে তাহাই আয়ত্ত করিয়া বসে'। সুতরাং ঘোড়ায় চাপা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালান, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি কোনটাতেই প্রতিমা অপটু নহে। এরই মধ্যে এই সেদিন্ সে মোটার চালান শিক্ষায় পাশ করিয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স আদায় করিয়া লইয়াছে। তাই আজকাল ড্রাইভারকে পাশে রাখিয়া সে নিজেই ড্রাইভ্ করিয়া স্কুল-কলেজে যায়। দরকার হইলে, বা নিজের খুসি হইলে কখন পিতাকে লইয়া, কখন বুড়ি ঠাকুমা সুহাসিনীকে লইয়া, কখন মাতা শিবানীকে লইয়া আবার কখন বা বান্ধবীদের লইয়া গড়ের-মাঠটাকে চক্কর দিয়া আসে। এহেন তরুণীকে মোটার ড্রাইভ্ করিতে দেখিয়া রাস্তায় কৌতুহলী জনতা জমিয়া ওঠে। প্রতিমা এক্সিডেন্ট বাঁচাইয়া ভিড় কাটাইয়া ইলেক্‌ট্রীক্ হর্ণ

বাজাইতে বাজাইতে, এক হইতে অন্যকে অতিক্রম করিয়া, ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া সাফল্যের সহিত সামনের দিকে আগাইয়া চলে'। চলিতে চলিতে লাল-পাগড়ীধারী পুলিশের হাত দেখিয়া কখন কখন ব্রেক্ কষিয়া থামিয়া যায়। অকারণে ব্রেক কষিয়া কখন বা বান্ধবীদের গভীর ঝাঁকুনি খাওয়াইয়া সকৌতুকে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। আবার কখন বা ইচ্ছা করিয়া মোটারের ইঞ্জিন বিগড়াইয়া দিয়া মহাগাম্ভীর্য্যের সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া স্বহস্তে যেথাকার যন্ত্র সেথায় বসাইয়া দিয়া আরোহীদের নিকট বিজ্ঞ-মেকানিকের ন্যায্য বাহাদুরী আদায় করিয়া লয়। সকলে বাহবা দেয়—প্রতিমা গম্ভীর ভাবে তা' সবই উপভোগ ক'রে।

প্রতিমা—সত্যই প্রতিমা! তাই শুধু সাক্ষাতে কেন অসাক্ষাতেও লোকে তাহার রূপ-গুণের বিশ্লেষণে সদাই বিভোর।

সেদিন যাহারা গাড়ী চাপা পড়িয়া রাস্তার একটী কুকুরের দুঃখে প্রতিমাকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া নিজেদের চোখের জল ফেলিয়াছে, আজ আবার তাহারা প্রতিমাদের বাগান বাটীতে ঝোঁপের মধ্যে লুকাইয়া থাকা ছোট্ট চড়াই পাখীটীর বন্দুকের গুলিতে প্রাণ নাশ করিতে দেখিয়া প্রতিমার শিকার নৈপুণ্যের তারিফ করিতেছে। এই ধীর—এই স্থির—এই চঞ্চল—এই মন্থর—মেয়েটী। কখন যে কোন পথে উহার মতি-গতি ধাবিত হয় তাহা বোধ করি প্রতিমা

নিজে ও বলিতে অক্ষম। সেদিন স্কুলে অঙ্কন পরীক্ষায় রং ও তুলির সাহায্যে কুমারী পার্ব্বতীর ছবি আঁকিয়া দেবাদিদেব শঙ্করের মন ভুলাইয়াছে। ছবি আঁকায় প্রথম হইয়া যে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে, আজ আবার শিব আঁকিবার প্রশ্নের উত্তরে বাঁদর আঁকিয়া সে লাষ্ট হইয়া মহাদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। কেহ "শিবের পরিবর্ত্তে বাঁদর আঁকিল কেন" প্রশ্ন করিলে কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দেয় "সে ফাষ্ট না হইয়া স্বেচ্ছায় লাষ্ট হইয়া দেখিল ফাষ্ট হওয়ার আনন্দ অপেক্ষা লাষ্ট হওয়ার নিরানন্দ কতখানি।"

বেথুন কলেজের ছাত্রী প্রতিমা। কিন্তু এক দিকে যেমন সে অতি আধুনিকা অন্য দিকে ঠিক তার বিপরীত। অতি আধুনিকা হইয়া পিতা সরোজবাবুর সহিত সে যেমন ব্যাড্‌-মিণ্টন খেলে—তেমনি আদর্শ হিন্দু নারী হইয়া শুভ বৈশাখ আগমনে সে "পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা" মন্ত্র জপ করিয়া শিব পূজাও করিয়া থাকে।

একদিন সরোজবাবু প্রতিমার খোঁজ করিলেন। স্ত্রী শিবানী বলিলেন, "শিবপূজো করছে"—

সরোজ। আচ্ছা মেয়ে পেটে ধরেছিলে বটে! ঘোড়ায় চাপছে, সাইকেল চালাচ্ছে, বন্দুক ছুড়ছে, সাঁতার কাটছে আবার শিব পূজোও ক'রছে!

আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিতা স্ত্রী শিবানী উত্তরে সহাস্যে বলিলেন—

শিবানী। মেয়ের আমার শিবের ওপর কি ভক্তি! চলনা

—একবার দেখবে চলনা? এতক্ষণ হয় ত' চক্ষু বুজে শিবের ধ্যানে বিভোর!

সরোজ। চল—একবার দেখেই আসি!

সরোজবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগে আগে চলিলেন। বেশের কাগজপত্র টেবিলের উপর ছড়ান পড়িয়া বহিল। স্ত্রী-শিবানী সুযোগ বুঝিয়া কাগজ-পত্রগুলি মুঠো করিয়া তুলিয়া লইয়া স্বীয় জামার ভিতর গোপনে গুঁজিয়া রাখিয়া সরোজবাবুর পিছু পিছু চলিলেন! তাঁহারা বারান্দা পার হইয়া যখন ঠাকুর ঘরের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন তখন উভয়ে দেখিলেন প্রতিমা সত্য-সত্যই শিবের ধ্যানে বিভোর। উভয়ে এদৃশ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করিয়া মহা-তৃপ্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, কি যেন কি নীরব-বক্তব্য প্রকাশ করিলেন।

পূজারিণী প্রতিমা। জানি না কি মন্ত্রে সে শিবের নিকট কোন্ বর লাভের আশায় নিত্য নিত্য প্রার্থনা জানায়। তাহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নব নব রূপ দেখিলে মনে হয় সেই সাধনারই সে আদর্শ সাধিকা।

তৃতীয়

কলিকাতার কোন্ এক বস্তী সংলগ্ন একতালা একখানি গৃহের মালিক শ্রীমান মানসকুমার মিত্র যখন তাহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে গরীব ও দুস্থ বস্তীবাসী রোগীদের রোগ পরীক্ষান্তে বিনা পয়সায় কবিরাজী ঔষধ দিতেছে তখন তাহার সহকারিণী একমাত্র বিধবা ভগিনী মীনা বলিল, "মানস! চেয়ে দেখ্, দুপুর পেরিয়ে গেছে—এখন স্নানাহার শেষ ক'রে কিছু বিশ্রাম কর।"—উত্তরে মানস বলিল, "দিদি! রোগীদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে নিজে সুস্থ শরীরে কি ক'রে বিশ্রাম ক'রব বল! গরীবের ভগবান ভরসা কিন্তু তা'দের প্রতি সহানুভূতি দেখান ও কিছু কিছু কর্ত্তব্য পালন করা প্রতি মানুষেরই উচিত। সুতরাং এদের যত শিগ্‌গীর সম্ভব ওষুধ দিয়েই আমি স্নানাহার নিশ্চয়ই ক'রব। কিন্তু বিশ্রাম! বিশ্রাম বোধ করি ভগবান আমার অদৃষ্টে লেখেন নি। আজ বিকেল পাঁচটায় আমারই এই দাতব্যখানায় মিটিং আছে। বন্ধু স্বপনকুমার সঙ্গদোষে দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে। তার একটা সুব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি কই!"

রোগীকে ঔষধ দিয়া দাতব্যখানা হইতে মুক্তি লইতে মানসের প্রায় সাড়ে তিন্‌টা বাজিয়া গেল। মানস মহা তৃপ্তি সহকারে ঈষৎ হাসিয়া দাতব্যখানার এক কোনে যে কল লাগান

ড্রামটীতে জল ছিল, তাহাতে হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে সারাদিনের নানান্ রোগগ্রস্ত রোগীদিগের কথাই বোধ করি ভাবিতেছিল। ভগিনী মীনা ইতিপূর্ব্বেই অন্দরে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরে মানস হাত ধুইতেছে—ভিতরে মীনা মানসের জন্য স্নানের সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিতেছে। মানস ভিতরে যাইয়া যখন স্নানে নিযুক্ত—মীনা রান্নাঘরে তখন মানসের অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইতেছে। রন্ধনশালায় মানস যখন আহারে ব্যস্ত—মীনা তখন শয়ন কক্ষে মানসের জন্য বিশ্রাম-শয্যা গুছাইয়া দিতেছে। এ দু'টী ভাই-বোনের মধ্যে একে অন্যের প্রতি যে কতখানি দরদী তাহা উভয়ের কার্য্য কলাপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। মাতৃপিতৃহীন মানসের সকল ভারই অক্লান্তে বহন করিয়া চলে বিধবা ভগিনী মীনা। মীনা খাইতে না দিলে মানসের খাওয়া হয় না। মীনা পরিষ্কার করিয়া না দিলে—মানসের বস্ত্রাদি মলিন থাকিয়া যায়। মীনা না দেখিলে মানসের রোগীর রোগ পরীক্ষা সফল হয় না। মীনা—মীনা—মীনা! সবের মধ্যে একের অভাবে সব কিছুই যেমন এলাইয়া পরে—এক হয় না—মীনাহীন জগতে মানসের ও সেইরূপ সব কিছুই যেন বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। আত্মভোলা মানস—পরপোকারী মানস—ভগিনী মীনার স্নেহান্ধ! মীনার অভাবে তাহার দুর্দ্দশার কথা বেচারী একবার ভাবিবারও অবকাশ পায় না।

দেখিতে দেখিতে বেলা পাঁচটা বাজিল। এক দুই করিয়া

মানসের প্রতিষ্ঠিত "পল্লীমঙ্গল সমিতি"র সভ্যগণ মানসের বাহিরের ঘরে আসিয়া জমায়েৎ হইল। মানস পূর্ব্ব হইতেই উহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যথা সময়ে মিটিং আরম্ভ হইল।

মানস। তাইত' নবীন! এত চেষ্টাতেও স্বপনকে—সৎপথে ফেরা'তে পারা গেল না!

নবীন। আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'তে চলেছে মানসদা!

মানস। আন্তরিক চেষ্টা কোন দিনই ব্যর্থ হয় না নবীন! নিশ্চয়ই আমাদের আন্তরিকতার অভাব ঘটছে। তা না হ'লে —যাই হোক্। চেষ্টা আমাদের ছা'ড়লে চ'লবে না—উদ্যম আমাদের হারালে চল্‌বে না শ্যামল!

শ্যামল। ঠিক্ বলেছ মানস! চেষ্টা আমাদের ছা'ড়লে চ'লবে না। একদিন না একদিন স্বপন তা'র নিজের ভুল বুঝ্‌তে পা'রবেই পা'রবে।

ললিত। মানুষের যে এতখানি অধঃপতন হ'তে পারে তা আগে আমি কখন জা'নতাম না ভাই! অবশ্য তাই ব'লে সকলকেই যে মানসের মত সাধু-পুরুষ হয়ে জন্মাতে হ'বে একথা আমি ব'লতে চাই না। তবে—

কমল। একটা খবর শুনেছ? সেদিন নাকি' স্বপন তা'র বন্ধুদের নিয়ে কোথায় ফুর্ত্তি ক'রতে গিয়েছিল। শেষে—রাত্তিরে যখন সকলে মাতাল হ'য়ে বেহুঁস হ'য়ে পরে' তখন নাকি—

শ্যামল। শ্রীমতী ওদের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন ত? তাহ'লে যা' শুনেছি তা' ঠিকই!

মানস। কি ব্যাপার হে! আমি ত' এসব কিছুই শুনিনি!

ললিত। ব্যাপার আবার কি! এসব ক্ষেত্রে সব সময় যা হ'য়ে থাকে ঠিক্ তাই হয়েছে। দু'টী বারবনীতায় মিলে ওদের মাতাল ক'রে দিয়ে' সেই সুযোগে ছলনাময়ীরা একটু ছলনা করেছেন আর কি! অর্থাৎ স্বপনের ঘড়ি-আংটী-বোতাম থেকে আরম্ভ ক'রে মনিব্যাগের টাকাগুলি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ ক'রেছে।

মানস। কি আশ্চর্য্য! বল কি ললিত!

ললিত। আমি শুধু এই কথাটাই ভাবি—যে এতেও কি মানুষের চৈতন্য হয় না! স্বপনের একটার পর একটা কার্য্যকলাপ দেখে মাঝে মাঝে আমি বড় বিমর্ষ হ'য়ে পরি' মানস—কাজে উদ্যম আসে না।

মানস। কিন্তু ধৈর্য্য হারালেত' চ'লবে না ভাই! স্বপনকে যেমন ক'রে হোক্ ফেরাতেই হ'বে—বর্ত্তমানে এইটেই হ'বে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

শ্যামল। তাহ'লে এখন আমাদের কোন পথ অবলম্বন ক'রতে হ'বে?

নবীন। আচ্ছা মানসদা! এক কাজ করলে হয় না? স্বপনের যদি একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে আমার মনে হয় সুফল হ'তে পারে।

ললিত। কিন্তু তাতেও যদি না শোধ্‌রায় ?

মানস। তাহ’লে সে মেয়েটার জীবন একেবারে মাটি হ’য়ে যাবে! হয় বিষ খেয়ে, আর না হয় গলায় দড়ী-দিয়ে ম’রবে। তা’ছাড়া, অমন ছেলের হাতে লোকে মেয়ে দেবেই বা কেন? আর আমারাই বা সব জেনে শুনে এমন কাজে হাত দিই কি করে’! প্রথমে ওকে অন্য পথে এনে তারপর ওই রকম একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে বটে।

কমল। আজকাল শুন্‌ছি স্বপনের মাথায় বিয়ে ক’রবার খেয়াল চেপেছে।

নবীন। ও খেয়ালে ও নিজে নিজেই শুধ্‌রে যেতে পারে, কি বল মানসদা? ওকি! তোমাকে হঠাৎ অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে কেন বলত’? অমন নিবিষ্ট চিত্তে কান পেতে কি শুনছ?

মানস। অমন করুণ ভাবে কে কাঁদছে নবীন? আহা! বড় করুণ—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ওই ক্রন্দন!

কথা বলিতে বলিতে মানস ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মানসের সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলেও বাহির হইয়া পড়িল।

বাহিরে এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবিষ্কার করিল একটি ক্রন্দনরতা তরুণীকে! তরুণী বিবাহিতা। অনেক অনুসন্ধানে জানা গেল, তরুণী এক পল্লীবাসিনী। কোন সহরবাসী যুবক তাহাকে পল্লী-ক্রোড় হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া ফুসলাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিয়া অল্প কয়েকদিন

পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ করিয়া কলিকাতার কোন এক বিলাতী হোটেলে বসবাস করিতেছিল। হঠাৎ যুবকের কি খেয়াল বশতঃ হোটেল হইতে বেড়াইতে যাইবার অছিলায় বাহির হইয়া তরুণীটীকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া গতকাল সন্ধ্যা হইতে যুবক কোথায় উধাও হইয়াছে। পল্লীনিবাসী তরুণীর কলিকাতায় আগমন তাহার জীবনে এই প্রথম। অপরিচিত স্থান। সেই হেতু ভীতি-বিহ্বলা তরুণী ইতস্ততঃ ক্রন্দন করিয়া ফিরিতেছে।

কাল হইতে তাহার আহার হয় নাই। দেশে ফিরিবার পয়সা নাই। তা'ছাড়া এই ঘৃণিত জীবন লইয়া সে দেশে ফিরিতেও অনিচ্ছুক। সকলের হাজার অনুরোধেও তরুণী তাহার নব বিবাহিত স্বামীর নাম বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। "হিন্দু ঘরের বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করিবে কেমন করিয়া—ইহাই তাহার না বলিবার কারণ।

মানস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, তরুণীকে আপাততঃ মীনাদি'র তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, আহারাদি ও বিশ্রামের পর বাকী তত্ত্বটুকু মীনাদির মারফৎ আদায় করিয়া লইয়া, তরুণীটীর থাকা ও খাওয়ার একটা সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবে। তরুণীর সম্মতি লাভ করিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে মীনাদির জিম্মায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

মীনা। আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই ?

তরুণী। এ অভাগিনীর নাম-ধামে আপনার কিইবা প্রয়োজন দিদি! আমার নাম কলঙ্কিনী।

মীনা। ছিঃ! কাঁদ্‌তে নেই বোন্! আমাকে যখন দিদি ব'লে ডেকেছ' তখন সমস্ত কথা তোমাকে বল্‌তেই হ'বে ভাই! না বল্লে আমি তো তোমার কোন ব্যবস্থাই ক'রতে পা'রব না!

তরুণী। আমার নাম রাণী।

মীনা। তোমার এ দুর্দ্দশা কেমন ক'রে হ'ল—কে কর্‌লে রাণী?

রাণী। আমাদের বিয়ের আগে আমার স্বামী আমাদের গ্রামে প্রায়ই যেতেন। আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম সেই সুযোগে তিনি আমাকে কোলকাতায় নিয়ে এসে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন। তারপর যা' কিছু তা' সবইত শুনেছেন দিদি।

মীনা। তোমার স্বামীর নাম-ঠিকানা কিছুই কি তুমি জাননা রাণী?

রাণী। ঠিকানা—বিলাতী হোটেল।

মীনা। হোটেলের নাম?

রাণী। তাত' জানিনে দিদি।

মীনা। সত্যিই তুমি হতভাগিনী! স্বামীর নাম?

রাণী। হোটেলের সকলকে কুমার বাহাদুর বলে' ডাক্‌তে শুনেছি। কিন্তু দিদি! আমিত' আর এখানে থা'কতে পা'রব না। আমি কোথায় থাক্‌ব—কি খা'ব—কি ক'রে আমার—

রাণী আর বলিতে পারিল না—হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মীনাদি' হাজার চেষ্টাতেও রাণীকে তাঁহার কাছে থাকিতে রাজী করিতে পারিলেন না। সে বলিল, "না দিদি! আপনার পুণ্যের সংসারে আমার মত পাপের স্পর্শ সইবে না। আপনি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিন।" শেষ পর্য্যন্ত অনেক গবেষণার পর ঠিক্ হইল মানসের প্রতিষ্ঠিত **দুঃস্থ মহিলা আশ্রমে** রাণীকে রাখা হইবে এবং মানস তাহার দল-বল সহ এ বিষয়ে বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া সেই অপরাধিকে যেন-তেন-প্রকারেন আবিষ্কার করিবেই করিবে।

চতুর্থ

কলিকাতা।

সরোজ-কুটীরের বাহিরের ঘরে বসিয়া সরোজবাবু যখন নিবিষ্ট চিত্তে রেশবুকের পাতা উল্‌টাইয়া চলিয়াছেন, তখন স্ত্রী শিবানী অতি ধীর পাদবিক্ষেপে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরোজবাবু স্ত্রীর আগমন টের পাইয়া তাঁহার প্রতি ক্ষনিকের জন্য বক্র দৃষ্টি হানিয়া একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—"একেবারে সশরীরে হাজির যে! কি খবর?"

শিবানী নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন—"খবর আবার কি! আর কতদিন ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটবে তাই জান্‌তে এলাম। চিরকাল দেখে এসেছি লোকে ঘোড়ার পিঠে চাপে। এখন দেখছি সবই উল্টো!"

একান্ত আন্‌মনা হইয়া সরোজবাবু বলিলেন—"কি রকম? এখন আবার কি দেখছ?"

শিবানী। দেখছি অপূর্ব্ব!

শিবানীর কথা শুনিয়া সরোজবাবু অতিশয় চমকিত হইয়া বলিলেন—

সরোজ। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব কখন এল? এল—তা'

এখন পর্য্যন্ত সেই বড় কুটুম্‌টী আমার সঙ্গে দেখা করলে না? যাও শিবানী যাও—তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস!

অবস্থার বিপর্য্যয় শিবানীকে খানিকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিল। শিবানী শীঘ্রই সে ভাবটা সংযত করিয়া অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন—"তা তুমিই চল না তার সঙ্গে দেখা করতে?"

সরোজ। না না লক্ষ্মীটী! তুমি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এস। দেখছ না—অঙ্কটা প্রায় শেষ করে এনেছি! এখন কি উঠতে পারি?

একথা শ্রবণে শিবানী মহা বিজ্ঞের মত বলিলেন—"হুঁ! তাও ত' বটে! এখন কেমন করে উঠ্‌বে তুমি? কিন্তু এইটেই বা কেমন করে সম্ভব হয়! অপূর্ব্ব বেচারী সারারাত্তির ট্রেণ জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে তোমার বাড়ীতে এল, আর তুমি কি না এখন তার সঙ্গে একবার দেখাটি পর্য্যন্ত করলে না! যাই বলিগে—"তিনি" এখন কি সমস্ত গভীরতত্ত্ব বিশিষ্ট অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন—এখন আসতে পারবেন না। অতএব—"

সরোজ। না না আমিই যাচ্ছি!

সরোজবাবু যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন! তদ্দর্শনে শিবানী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিলেন—

শিবানী। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি!

সরোজ। কি রকম?

শিবানী। আগে আমি কি বলছি তাই শোন ?

সরোজবাবু পুনরায় চেয়ারে বসিতে বসিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—

সরোজ। কি বলছ ?

শিবানী। বলছি যে, চিরকাল দেখে এসেছি ঘোড়ায় মানুষ বয়—আর এখন দেখছি মানুষ ঘোড়া কাঁধে করে মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছে ! এখন বল ত' এ চাকরী আর করবে কতকাল ?

সরোজ। ওঃ !—তাই বল ! আমি মনে ক'রেছিলাম—

শিবানী। থাক্ থাক্। মনের কথা মনে রাখাই ভাল, প্রকাশ হ'লে—

শিবানী বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া পদশব্দটী কাহার বোধ করি তাহাই অনুমান করিয়া লইলেন। তাহার পর হয়ত'বা উহা চিনিতে পারিয়া সরোজ বাবুকে চিন্তিত হইবার মত ভান করিতে ইসারা করিয়া নিজেও বিষণ্ণতা অবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া আগন্তুকের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয়কে দেখিলেই মনে হয় যেন তাঁহারা কন্যাদায়-গ্রস্ত এবং কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন—এমনিতর চিন্তাক্লিষ্ট।

বেশীক্ষণ তাঁহাদের এভাবে থাকিতে হইল না। অনতি-বিলম্বেই ঘোড়ায়-চড়া-পোষাক পরিধিতা প্রতিমা ঝড়ের ন্যায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিলাতী কায়দায় আরম্ভ করিল—

"Good morning my dear parents. Oh! Why do you look so sad father? I see! ঘোড়ার বুঝি ঠ্যাং খোঁড়া হয়েছে?···Think not father—let the horse go to the hell. But where is my swimming costume?"

কন্যাদায়ের চিন্তার অভিনয় কি না রেশের ঘোড়ার ঠ্যাং খোঁড়া হওয়ায় পরিণত হইল! ধন্য মেয়ে প্রতিমা! মাতা শিবানী খানিকটা তিরস্কারের স্বরে বলিলেন—

"ঘোড়া থেকে নেমেই কেউ সাঁতার কাটতে যায় না। চল—ভিতরে চল। একটু বিশ্রাম কর—তারপর যা প্রাণ চায় কোরো।"

শিবানী প্রায় একরূপ জোর করিয়াই প্রতিমাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলেন।

অভিনয় শেষ হইল।

বাস্তব পুনরায় আরম্ভ হইল।

সরোজবাবু রেশ-বুকের পাতায় ও খাতায় পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন।

পঞ্চম

কলিকাতার কোন বিশিষ্ট বারবণিতা পল্লীর আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত দ্বিতলের একটী কক্ষে একটী অর্দ্ধ-বৃদ্ধা তথাকথিত তরুণী হারমনিয়ম বাজাইয়া নানারূপ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে গান করিতেছে। স্বপনকুমার ও তাহার আর কয়েকজন বন্ধু আনন্দে এ-ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। মূহুর্মূহু সুরাপাত্র পূর্ণ ও শূন্য হইতেছে। ডজন খানেক খালি সোডা ও মদের বোতল মেঝের উপর অভিমানে ইতস্ততঃ গড়াগড়ি খাইতেছে। ঘরের মধ্যে হাসি ও আনন্দের ফোয়াবা ছুটিতেছে। অপর একটি তরুণী কৃত্রিম মাতলামি ভঙ্গিতে বারে বারে স্বপনের ঘাড়ের উপর ঢুলিয়া পড়িতেছে। গান পূরাদমে চলিতেছে। স্বপনের এক বন্ধু বাঁয়াতবলা বাজাইতেছে। বাকী কয়জনেব মধ্যে কেহ কাহার পিঠের উপর তালের সোম এবং লয়ের পূর্ব্বেই অবিরাম তেহাই মারিতেছে। কেহ বা স্বীয় দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া শিষ দিয়া গানের সহিত কর্ণেট, ফ্লুট জাতীয় বাজনা বাজাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। পাছে বাঁয়াতবলা বেতালা বাজিয়া ওঠে, সে কারণ স্বয়ং স্বপনকুমার নিজ হাতে মৃদুভাবে তালি দিতেছে। একজন ছটাঁকে-মাতাল বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় আয়নাখানায় নানারূপ মুখ ভঙ্গি সহকারে আয়নার প্রতিবিম্বে স্বীয় রূপসুধা পান করিতেছে। কেহ বা একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া সোডার

বোতল খুলিবার চাবিটীর সাহায্যে কয়েকটী কাঁচের গ্লাস পর পর সাজাইয়া রাখিয়া উহাদিগকে বাজাইতে স্থুরু করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে সদর্পে উত্তর দেয় যে, সে জলতরঙ্গ বাজাইবার রির্হাসাল দিতেছে। অর্দ্ধ-বৃদ্ধার গান শেষ হইবামাত্র স্বপনকুমার নেশা-জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"বাহবা—বাহবা! এইত চাই! ইন্‌কোর ইন্‌কোর। গান বন্ধ কোরনা—গান বন্ধ কোরনা! আবার গাও—আবার গাও—"

১ম বন্ধু। হাঁ—হাঁ—আর একখানা হোক্—আর একখানা হোক্।"

স্বপন। আরে! তবু বসে' থাকে! নাঃ! আজকের ফুর্ত্তিটা একেবারে মাটী করে দিলে! আসর যে একেবারে জল হয়ে গেল মানিক!

২য় বন্ধু। তবে এবার একখানা নাচ হোক্। এই সত্য! একখানা ভাল করে গৎ বাজা ত'—আমি নাচব।

নাচের প্রস্তাবে সকলেই উল্লসিত হইয়া উঠিল। সত্য তাড়াতাড়ি হারমনিয়মে গৎ বাজাতে স্থুরু করিল—

"কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া
গিয়াছ চলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কতবার আসিয়া—"

দ্বিতীয় বন্ধু গগন তাড়াতাড়ি একজোড়া ঘুঙ্গুর পায়ে বাঁধিয়া লইয়া বহু স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাচ আরম্ভ

করিয়া দিল। কিন্তু অত্যন্ত মদ্যপান হেতু, সে টাল সামলাইতে না পারিয়া অচিরেই ভূতলে পতিত হইল। এতক্ষণ শ্রীমান স্বপনকুমারও নেশার ঝোঁকে ঝিমাইতেছিল। একজনের পতনে সকলেরই পতন হইল। শেষে দেখা গেল একে একে সকলেই এ-ওর ঘাড়ে পড়িয়া নেশায় অচেতন হইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পূর্ব্ব কথিত দ্বিতীয়া তরুণীটী—যে কৃত্রিম নেশা-খোরের অভিনয় করিয়া বারে বারে স্বপনের ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল—সেই তরুণীটী এখন বিশেষ তৎপরতার সহিত স্বপনের জামার পকেট হাতড়াইতে লাগিল। অর্দ্ধ-বৃদ্ধাটি পিট্‌পিট্‌ করিয়া কয়েকবার চাহিয়া চৌর্য্য-কর্ম্মে-রত তরুণী বেলারাণীকে কি যেন কি ইঙ্গিত করিল। বেলা স্বপনের পকেটে যাহা পাইল তাহাই লইয়া ক্ষনেকের জন্য ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া স্বপনের পাশে শুইয়া পড়িয়া কৃত্রিম নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

বারবণিতা পল্লীতে এভাবে পকেট মারা যাওয়া স্বপনের আজ নূতন নহে। পূর্ব্বেও এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চায়ের দোকানে এক পিয়ালা চা খাইবার পয়সাও তাহাদের পকেটে থাকে নাই—এমন অনেকবার হইয়াছে।

কিন্তু এ সমস্ত ঘটনাতেও স্বপনের শিক্ষা কোনদিন হয় নাই। সঙ্গ দোষে সে দিন দিন অধঃপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে

লাগিল। বাটীতে বিধবা মায়ের হাজার ভংসনাতেও বাহিরে রাত্রি কাটাইবার স্বভাব তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং মায়ের ভংসনা ক্রমশঃ গা-সওয়া হইয়াই গিয়াছিল। সুতরাং সে যখন যাহা খুসি, তাহাই করিত।

স্বপনের অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু তবুও পরিস্থিতির কবলে পড়িয়া নগদ অর্থের অভাব ঘটিলে গায়ের চাদর, ঘড়ি, আংটী, বোতাম প্রভৃতি অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে বন্ধক দিয়া শ্রীমান স্বপনকুমার তাহার আমোদ-প্রমোদের খোরাক যোগাইত।

ইদানীং সে তাহার মাতাকেও গ্রাহ্য করিত না। সময় সময় মদ্য পান করিয়াই বাড়ী ফিরিত এবং কারণে অকারণে অশান্তির সৃষ্টি করিত।

একদিন স্বপন কোন বিশেষ আড্ডা হইতে বাড়ী ফিরিয়া, তাহার বৈঠকখানা ঘরে টেবিলের উপর একখানি খোলা খাম পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, কৌতুহলবশতঃ খামের মধ্যস্থিত তাহার মায়ের নামে লেখা পত্রখানি বাহির করিয়া আপন মনে পড়িতে লাগিল। পত্র পাঠান্তে তাহার মন খুসিতে ভরিয়া উঠিল বলিয়া মনে হইল। সে মনে-মনে স্থির করিল তাহার দূর সম্পর্কের দিদিমার পত্রানুযায়ী সে নিশ্চয়ই একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবে। তাহার উপর স্বপনের আহারাদির সময় যখন তাহার মাতাও তাহাকে বুড়ি দিদিমাটির সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন, তখন

স্বপনকুমার নিশ্চিত করিয়া বলিল যে, সে অবশ্যই তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া আসিবে।

আহারান্তে স্বপন যখন তাহার বাটীতে কাহার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন কে যেন বাহির হইতে দরজায় কড়া নাড়িতে লাগিল। কড়া নাড়ার শব্দে স্বপনকুমার ভিতর হইতে বারান্দায় আসিতে আসিতে বলিল—"কে ?"

উত্তর আসিল—"আমি অরুণ।"

স্বপন এতক্ষণে বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বারান্দায় আসিয়া অরুণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—

"কি খবর ?"

অরুণ। খবর খুব জোর—নেমে এস একবার। কিছু দিন থেকে তোমার যে আর কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না হে! কোথায় ছিলে এতদিন ?

স্বপন। ছিলাম এখানেই। কতকগুলো জরুরী কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম।

অরুণ। কাজ! তোমার আবার কি কাজ হে! যাক্ —এখন নেমে এসো দেখি।

স্বপন। এখন ত' ভাই যেতে পা'রব না। একটী বিশেষ জরুরী—

অরুণ। কাজ আছে। এই ত' ? কিন্তু তোমাকে যে আসতেই হবে বন্ধু। ওদিকে যে বিরাট—

স্বপন। "আয়োজন"—কিন্তু বন্ধু! সে সবের ত' আর

কোন প্রয়োজনই আমার নেই। যাক্—বড় জরুরী কাজ—সময় নষ্ট হ'ছে—আমি ভিতরে চল্লাম। তুমি এখন এস।

স্বপনকুমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল দেখিয়া বন্ধুবর অরুণকুমার কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তৎপরে মহা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল—"আচ্ছা অভদ্র ত'! ইডিয়েট্ কোথাকার! বাড়ীতে এলাম, তা ওপর থেকে একবার না'মল না। নন্‌সেন্স কোথাকার!"

বাহিরের বন্ধুদিগকে নিজ বাড়ী হইতে এইভাবে তাড়াইয়া দেওয়া এবং পরমুহূর্ত্তেই উহাদের আড্ডায় গিয়া স্বহস্তে মদের গ্লাসে গ্লাস ঠেকাইয়া মাপ্ চাহিয়া লওয়া, স্বপনের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ইহার মূলে নাকি একটি রহস্য রহিয়াছে। সে রহস্য উদ্ঘাটন করিলে জানিতে পারা যায়, তাহাকে যে কেহ ডাকিতে আসিলে উহাদের বাহ্যিক অপমান করিবার অর্থ, বাটীস্থ বিধবা-মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনী-স্বপ্নাকে সে বুঝাইতে চাহে যে, সে অসৎ-স্বভাব-সম্পন্ন বন্ধুবর্গকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সৎ হইবার ব্রতে ক্রমশঃ দীক্ষা লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহার এই অভিনয় পরমুহূর্ত্তেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কারণ—বন্ধুকে কটু কথা বলিয়া বিদায় করিবার পরই, সে বাটীর বাহির হইয়া যায় এবং প্রচণ্ড মাতাল হইয়া মত্তাবস্থায় বাটী ফিরিয়া আসে।

বন্ধু অরুণকে বিদায় করিয়া দিয়া এবারও সে সাজগোজ

করিয়া বাটীর বাহির হইবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া উপর হইতে নামিতে নামিতে মা'কে উদ্দেশ করিয়া বলিল—

"মা! আমাকে কেউ যদি ডাক্‌তে আসে ত' বোলো—আমি বাড়ী নেই।"

স্বপন যখন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রোয়াক পার হইয়া বাটীর বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় স্বপ্না উপর হইতে ডাকিল—"দাদা?"

"মুখ-পুড়ি পিছু ডা'ক্‌লে তবে ছাড়লে। বল কি বল্‌বি?"

ভগিনী স্বপ্না খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তর্জ্জনী খাড়া করিয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "you have failed in your duty mother! তোমার বলা উচিত ছিল (নিজ বক্ষে হস্ত রক্ষিত করিয়া) আমি বাড়ী নেই।"

স্বপন। হতভাগীর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। যাচ্ছি একটা শুভ কাজে—

স্বপ্না। তা' ছ'একটা অশুভের নামও কেউ ক'রল না—কি বল দাদা?

স্বপন। ফের বক্-বক্ করছিস্?

স্বপনকুমার স্বপ্নাকে প্রহারোদ্যত হইলে স্বপ্না পূর্ব্ববৎ খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল। স্বপনকুমার বাঁম হস্তে কোঁচান-কোঁচা এবং দক্ষিণ হস্তে হাতীর দাঁতের বাঁট লাগান ছড়িটী লইয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ

প্রভাতের সূর্য্য তখন লালিমাময়। সরোজ-কুটীর সংলগ্ন বাগান বাটীটিতে নানা রঙ্গ বে-রঙ্গের ফুল ফুটিয়া বাগানটীকে আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে। সবুজ ঘাসের বুকে লাল, নীল সাদা ঘাস-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, বুঝিবা বন-দেবতা তথায় ফুলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছেন। রঙিন্ প্রজাপতি ও কৃষ্ণ ভ্রমর আপন মনে ফুল হইতে ফুলান্তরে মধু পান করিয়া বেড়াইতেছে। কোণের ঐ কলমে-আম গাছটার শাখায় বসিয়া টুন্‌টুনি পাখীটা মনের আনন্দে প্রভাতী গীত গাহিতে স্বুরু করিয়াছে।

উদ্যান সংলগ্ন ছোট্ট একটী কুটীরে বাগানের মালী বাস করিয়া থাকে। কুটীরটীর সম্মুখ দিয়া লাল খোয়া বিছান একটী সরু পথ চলিয়া গিয়াছে। উহার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট বুনো-ঝাউ গাছের শ্রেণী। অদূরে একটি নকল ঝর্ণার পার্শ্বে একটী শিলাখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। ঝরা-বকুলে আঁচল ভর্ত্তি করিয়া প্রতিমা ঐ শিলাখণ্ডে আসিয়া বসিল। তাহার খোঁপায় সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ গুচ্ছ, কোঁচড়ে ঝরা-বকুলের মেলা ও সাজিতে রজনীগন্ধা ও শ্বেত মল্লিকার রাশি। প্রতিমা শিলা-খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া সূতা লইয়া ফুলের মালা গাঁথিতে মনোনিবেশ করিল—গুন্-গুন্ করিয়া কি যেন কি সুরে গান গাহিতে লাগিল।

মধু পানের মত্ত নেশায় কয়েকটি ভ্রমর কি জানি কাহার

স্বাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, কোথা হইতে কেমন করিয়া প্রতিমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহার মস্তকের চতুঃপার্শ্বে গুন্-গুন্ রোল্ তুলিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রতিমা ভ্রমর দংশনের ভয়ে ভীতা হইয়া দুই হস্ত ইতস্ততঃ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমরগুলিকে তাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কয়েকটী রঙ্গিন প্রজাপতি প্রতিমার গায়ে ও মাথায় বসিয়া পড়িল। পরাজিতা প্রতিমা নীরবে বসিয়া পূর্ব্ববৎ মালা গাঁথিতে লাগিল। ওদিকে ভ্রমরকয়টী প্রতিমার কবরীস্থিত শ্বেত ও রক্ত গোলাপের মধু পানে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিল।

প্রতিমা মালা গাঁথা শেষ করিয়া শিব-মন্দিরে প্রবেশ করিল ও যথারীতি শিব-পূজা সাঙ্গ করিয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম করতঃ মন্দির হইতে বাহির হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

খেয়ালী প্রতিমার খেয়ালের অন্ত নাই। তাহার দৈনন্দিন আহার-বিহারের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। তাই আজ সারাদিনের নানান্ খেয়ালের শেষে, সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রতিমা বন্দুক লইয়া বাগানে আসিয়া, বকুলের ঝোঁপে বসিয়া-থাকা পাখীগুলিকে তাক্ করিয়া সশব্দে বন্দুক ছুড়িল। পাখী-গুলি উড়িয়া গেল। প্রতিমা উড়ন্ত পাখীগুলির প্রতি বিফল মনোরথে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় বাগানের গেটের সম্মুখ হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিল—"শুনছেন" ?

ডাক্ শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া প্রতিমা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল—গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটী যুবক। প্রতিমাকে যুবকের দিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া যুবকটি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "অনুগ্রহ ক'রে ১১৪ নম্বরটা কোথায় প'ড়বে বলতে পারেন?" প্রতিমা উত্তরে বলিল, "একটু এগিয়ে যান।" প্রতিমার কথায় যুবক পুনরায় নমস্কার করিয়া আগাইয়া যাইবার নিমিত্ত পা বাড়াইল। প্রতিমাও পুনরায় শিকারান্বেষণে আত্মনিয়োগ করিল।

যুবক কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই দরজার সামনের দেওয়ালে "১১৪ নম্বর", "সরোজ কুটীর" লিখিত শ্বেত পাথরের ফলকটী দেখিতে পাইয়া ক্ষণেক কি যেন কি চিন্তা করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল ও "দিদিমা"—"দিদিমা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্বিতলের বারান্দায় আসিতেই সরোজবাবুর মামী সুহাসিনী যুবককে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "স্বপন এসেছিস! আয় ভাই—ওপরে আয়।" স্বপনকুমার দিদিমার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং দিদিমার ইঙ্গিত মত একখানি সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দেশিত স্থানে উপবেশন করিল।

স্বপন। অনেক কষ্টে তোমাদের বাড়ী খুঁজে বা'র করেছি দিদিমা! একটী মেয়ের সাহায্য না পেলে আমায় আরও বেশী

কষ্ট করতে হ'ত! আচ্ছা দিদিমা। ঐ পাশেই যে একটা বাগান-বাড়ী রয়েছে—ওটা কাদের? দেখলে ত' মনে হয় ওটা তোমাদেরই।

সুহাসিনী। হাঁ, ওটা আমাদেরই।

স্বপন। একটী মেয়ে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে এসেছিল —ওটি কাদের বাড়ীর মেয়ে?

সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিয়া উত্তরে বলিলেন, "কেন? তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?"

স্বপন। বাব্‌বা! অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে আছে! কোন সময় বে-আলাপ হ'য়ে প'ড়বে আর অমনি— স্বপনকুমারের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই বাহিরে বাগান-বাড়ীতে—"গুম্" করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। শব্দ শুনিয়া স্বপন ও সুহাসিনী উভয়েই চম্‌কাইয়া উঠিল।

স্বপন।. উঃ! আচ্ছা মেয়ে ত'! কাদের মেয়ে?

সুহাসিনী। ও মেয়ে যে-সে মেয়ে নয়। ঘোড়ায় চাপে, গাছে ওঠে, সাইকেল চালায়, সাঁতার কাটে, বন্দুক ছোড়ে আবার শিব পূজোও করে।

স্বপন। বল কি দিদিমা! আবার শিব পূজোও ক'রে? আশ্চর্য্য ত! বাঙ্গালীর ঘরে এমন মেয়ে—

সুহাসিনী। হুঁ—আবার টেবিল হার্‌মনিয়ম বাজিয়ে গানও গাইতে পারে।

স্বপন। গান গায় ?

সুহাসিনী। তিন্‌রঙা নিশান নিয়ে পিকেটিং করে'—পুলিশের গুলির সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়ায়।

স্বপন। সাহস আছে ত'! সব খবরই ত' দিলে দিদিমা—কিন্তু মেয়েটীর পরিচয় ত' এখন দিলে না ?

সুহাসিনী। ওকে আগে কখন দেখেছিস্‌ ?

স্বপন। এইত' একটু আগে আমাকে বাড়ী দেখিয়ে দিলেন।

স্বপনকুমার হঠাৎ দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানি ফটো দেখিয়া সাশ্চর্য্যে বলিল—"আরে! এই ত' দেখ্‌ছি সেই মেয়েটা!" বাহিরে হঠাৎ শিষ দেওয়ার শব্দ হইতে লাগিল এবং শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া স্বপনকুমার বুঝি-বা একান্ত অন্যমনস্কভাবেই দিদিমাকে প্রশ্ন করিল—

"বাইরে শিষ দিয়ে গান ক'রছে কে দিদিমা ?"

সুহাসিনী। প্রতিমা।

স্বপন। প্রতিমা! প্রতিমা আবার কে ?

দিদিমা-সুহাসিনীকে আর উত্তর দিতে হইল না। এতক্ষণে প্রতিমা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দিদিমার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তদ্দর্শনে দিদিমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"কি দিদি! শিকার হ'ল—না ফস্‌কে পালাল।"

প্রতিমা একান্ত অন্যমনস্কভাবে ঠাকুমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—

প্রতিমা। পরোপকার পরম অধর্ম্ম। আমার নিজের জন্যে যদি হ'ত, তাহ'লে শিকার নিশ্চয়ই হ'ত—ফস্‌কে পালাবার জো কি ছিল!

প্রতিমা হঠাৎ স্বপনকুমারকে ঘরের মধ্যে সোফায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল এবং হয়ত'বা কিছুটা আশ্চর্য্যও হইল। সুহাসিনী প্রতিমার এ ভাব লক্ষ্য করিয়া স্মিতহাস্যে আরম্ভ করিলেন—

"আমার কাছে কিন্তু দিদি—"পরোপকার পরম ধর্ম্ম"। নইলে দেখ্‌না কেন—তুই কোথায় সারাদিন বনে বনে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্‌—আর আমি কিনা তোর জন্যে শিকার ধ'রে কখন থেকে ব'সে আছি।"

এ কথা শুনিবা মাত্র প্রতিমা সলজ্জভাবে কি যেন কি খেয়ালের বশে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুহাসিনী মৃদুহাস্যে স্বপনকুমারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বপন প্রতিমার চলে-যাওয়া পথের পানে বিহ্বল দৃষ্টে তাকাইয়াছিল। স্বপনকুমারেব চাহনি দেখিলে মনে হয় প্রতিমার রূপে বুঝিবা তাহার নয়ন দুইটী ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। দিদিমার দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ থাকায় স্বপনের সম্বিত ফিরিয়া আসিল। তাহার এ দৌর্ব্বল্য প্রকাশের হেতু বুঝিয়া খানিকটা অপ্রস্তুতও হইল সে। দিদিমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "কি রে! কেমন দেখ্‌লি আমার প্রতিমাকে?"

স্বপন। তোমার প্রতিমা সত্যিই প্রতিমা! কিন্তু—

সুহাসিনী। কিন্তু?—ওকে বুঝি তোর পছন্দ হ'ল না?

স্বপন। পছন্দ? কি যে বল দিদিমা! তোমার প্রতিমার জন্যে যে দেবতার প্রয়োজন, সে দেবতা হ'বার ভাগ্য কি আমার হ'বে।

সুহাসিনী। হ'বে না কেন! নিশ্চয়ই হ'বে। তবে একটু উপাসনার প্রয়োজন।

স্বপন। আচ্ছা দিদিমা! আজ তাহ'লে উঠি।—সন্ধ্যা বিগতপ্রায়—উপাসনার সময় যে বয়ে যায়!

স্বপনকুমার দিদিমার নিকট বিদায় লইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। তাহার সারাটী মন জুড়িয়া বসিয়াছে প্রতিমা। স্বপনকুমার দিক্-বি-দিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ চলিয়াছে। রাস্তায় কতবার কত মোটর, রিক্সা, ঘোড়ার-গাড়ী এমন কি ঠেলা-গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সুরাপানে মত্তাবস্থায় রাস্তা অতিক্রম করিতে তাহার কোনদিন গাড়ী চাপা পড়িবার সম্ভাবনা হয় নাই। কিন্তু তাহার আজ এ কি হইল! প্রতিমার রূপের নেশা তাহাকে এ কেমনতর মাতাল করিয়া তুলিল! তাই সে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল—সত্য-সত্যই আজ হইতে সে উপাসনা সুরু করিবে। প্রতিমা লাভ করিতে হইলে যদি দেবতার আরাধনা একান্তই প্রয়োজন, তাহা হইলে আর সে বৃথা কালক্ষেপ করিবে না। আজ হইতে সে সত্যসত্যই উপাসনা আরম্ভ করিবে।

আজ হইতে সে মদ্যপান একেবারে ছাড়িয়া দিবে। বেশ্যা আশক্তি বর্জ্জন করিবে। কুসংর্গ পরিত্যাগ করিবে—নতুবা

দেবভোগ্যা প্রতিমা তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। প্রতিমাকে তাহার চাই-ই—চাই। যেন-তেন-প্রকারেণ স্বপন প্রতিমাকে লাভ করিবেই করিবে।

স্বপনকুমার ভাবিতে ভাবিতে একান্ত অন্যমনস্কভাবে তাহার গৃহে না গিয়া, প্রতিদিনের অভ্যাস মত আজও হঠাৎ তাহার ক্লাব ঘরের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। যখন বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে, সে ক্লাবে মদ্যপানরত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া হাজির হইয়াছে। বন্ধুগণ তাহার দিকে এক গ্লাস মদ্য আগাইয়া দিল। স্বপনকুমার পূর্ব্ব স্বভাব অনুযায়ী সুরাপাত্র গ্রহণ করিল। ক্ষণ পূর্ব্বে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলিয়া গেল। প্রতিমার রূপ-দর্শন-হেতু আনন্দে সে আত্মহারা হইয়া দেবী-দর্শন লাভের উল্লাসে সুরাপানে মত্ত হইয়া উঠিল। সে পান-পাত্র হস্তে জয়োল্লাসে, “Please hold your tongue and let me love” বলিয়া পাত্রের পর পাত্র গলধকরণ করিতে লাগিল। হঠাৎ স্বপনকুমারের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বন্ধুগণেরও ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া এ-ওর মুখের প্রতি বিফল দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল।

সপ্তম

মানস। শুনে সত্যিই বড় সুখী হ'লাম ললিত। স্বপন যে কোনদিন এমন ভাবে বদলে যাবে তা' আমি ভাবতে পারিনি!

ললিত। কেমন! আমি বলেছিলাম না—যে আন্তরিক চেষ্টার ফল আমরা একদিন না একদিন পাবই?

নবীন। বিয়ের প্রসঙ্গটা কিন্তু আমিই পেড়েছিলুম।

রমণী। All right. We will request swapan for a grand feast for you of course.

মানস। আজ আমার চেয়ে বেশী আনন্দ বোধহয় আর কারুর হয়নি। সুতরাং সব বোস—আমি দিদিকে বলে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থাটা ক'রে আসি।

মানস আনন্দে উল্লসিত হইয়া বাটীর মধ্যে মীনাদি'কে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করিবার জন্য বলিতে গেল। শ্যামল মহোল্লাসে চিৎকার করিয়া প্রস্থানোদ্যত মানসকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—

"But forget not to record this account. Because, we shall put it up before swapan—while at বাসর ঘর।"

বিকাল তিনটা। মানসের বাহিরের ঘরে, বন্ধুবান্ধবসহ

মানসকুমার স্বপনের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনায় রত। ওদিকে স্বপন ঐ সময় কি করিতেছে!

স্বপন তাহার দলবলসহ বেথুন কলেজের সম্মুখে, হেদোর ধারে, লোহার রেলিং-এ ভর দিয়া বেথুনের ছুটী হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেথুনের ছুটী হইলে অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও সে তাহার বন্ধুগণসহ কোন না কোন মেয়ের পিছু লইয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে মেয়েটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। এমনি করিয়াই হয়ত' সে মেয়েটীর ভালবাসা লাভ করিবে। কেহ গালাগালি দিবে, কেহ বিদ্রূপ করিবে, কেহ একটু মুচ্‌কি হাসিবে, আবার কেহ বা হয়ত' স্বেচ্ছায় বিভ্রম-প্রকাশ করিয়া এক টুকরা কাগজ ফেলিয়া দিবে। আর সানুচর স্বপনকুমার মহা আগ্রহভরে টুকরা কাগজটি প্রণয়-পত্র ভাবিয়া তুলিয়া লইবে, এবং প্রণয়-পত্রের বিনিময়ে নানারূপ ভৎর্সনাপূর্ণ পত্রখানি পড়িয়া আনন্দের বিনিময়ে নিরানন্দ ভোগ করিবে। দৈনিক তিন্‌টার সময় ইহারই নিমিত্ত স্বপনকুমার এক একদিন এক একটি মেয়ে-স্কুল-কলেজের সম্মুখে ছুটীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। শুধু ওই কারণেই আজও স্বপনকুমার সদলবলে বেথুনের সম্মুখে হানা দিয়াছে।

বেথুনের ছুটী হইল। ছাত্রীরা যে যাহার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কেবল দুইটী ছাত্রী কলেজের সম্মুখে কি যেন কি কথোপকথোনে ব্যস্ত থাকিতে দেখা গেল। উহাদের মধ্যে একজন প্রতিমা ও অপর মেয়েটী তাহারই সহপাঠি শ্রীমতী

নীলিমা রায়। স্বপন প্রতিমাকে চিনিতে না পারিয়া উহাদেরই পিছু লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নীলিমা। প্রতিমা! আজ আর ভাই গাড়ীতে যাস না। চল, দু'জনা মিলে গল্প করতে করতে একটু হেঁটে যাই। তুই মধুকে বলে দে' সে গাড়ী নিয়ে চ'লে যাক্। "এ প্রস্তাবে প্রতিমা আনন্দিত হইয়া সম্মতি প্রকাশ করিল ও ড্রাইভারকে বলিল—"মধু! তুমি গাড়ী নিয়ে বাড়ী যাও—আমি হেঁটে যা'ব।"

মধু হুকুমমত গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রতিমা ও নীলিমা কথা কহিতে কহিতে পথ চলিতে লাগিল—যুবকগুলি উহাদের পিছু লইল।

নীলিমা। আচ্ছা প্রতিমা! বাড়ী গিয়ে তুই কি করিস্?

প্রতিমা। তা'র কিছু ঠিক্ নেই ভাই। কোনদিন বা সাইকেল নিয়ে বেরুই, আবার কোনদিন—হয় বন্দুক, না হয় ঘোড়া। যেদিন যেমন খেয়াল। তোর Programme-টা কি শুনি?

নীলিমা। আমারও ভাই মতিগতির কোন স্থিরতা নেই। ঠিক তোরই মত। যখন যেমন খেয়াল! কখন বা নতুন গাড়ীখানা নিয়ে একটু প্রাক্‌টিস্ করি—আবার কখন বা—

নীলিমাকে হঠাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া প্রতিমা পাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল শ্রীমান স্বপনকুমার উহাদের উভয়ের পার্শ্বে আসিয়া প্রতিমার গা ঘেঁসিয়া শ্রুতিগোচর হয় এমন স্বরে বলিতেছে :—

"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরান সহিত মোর।"

গানের ভঙ্গিতে এই বলিতে বলিতে স্বপন চলিয়া গেল। প্রতিমাকে পাশ কাটাইবার সময় তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেই হঠাৎ স্বপনকুমার প্রতিমাকে চিনিতে পারিল ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া দন্ত দ্বারা জিহ্বা পেষণ করিয়া দ্রুত সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। স্বপনকুমার তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিতে যাইয়া একটী হাস্যকর দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। পুরুষের এহেন বেয়াদপি দেখিয়া নীলিমা অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া বলিল, "ইডিয়েট্ কোথাকার! আজকাল ছেলেগুলোর কি অধঃপতনই হয়েছে! সাধে কি আর সময় সময় পায়ের চটি হাতে ওঠে! চুপ্ করে রইলি যে প্রতিমা? তোর চেনাশুনো কেউ নাকি?"

"চেনা হ'তে যাবে কেন? তবে"—প্রতিমা হঠাৎ থামিয়া গেল।—এবার তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইবার পালা। কারণ উভয়ের গৃহ উভয়েরই বিপরীত দিকে। সুতরাং এবার উভয়কেই ভিন্ন পথে যাইতে হইবে। প্রতিমা দাঁড়াইয়া নীলিমাকে বলিল, "আচ্ছা নীলিমা তুই তাহ'লে যা, আমাকে ত' এবার পথ বদ্‌লাতে হ'বে।"

নীলিমা। আচ্ছা এখন যাই ভাই। এ সমন্ধে আবার কাল কথা বার্ত্তা হ'বে অখন। বাই—বাই—নীলিমা বাসে উঠিল।

প্রতিমা। গুড্ বাই—

প্রতিমা ও নীলিমা তাহাদের নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইল। প্রতিমা স্বপনের ওইরূপ্ হীন ব্যবহারে সত্য সত্যই বড় অসন্তুষ্ট হইল। নীলিমার নিকট পরিচয়-গোপন করিলেও অনাগত সেইদিন—যেদিন সে স্বপনের ক্রোড়ে বাসা বাঁধিবে—সেইদিন স্বপনের বিষয় নীলিমাকে কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহাই আপাততঃ প্রতিমা ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল, পিতা মাতার নিকট স্বপনের কু-কীর্ত্তির কাহিনী জাহির করিয়া দিবে। আবার ভাবিল, পিতা যখন নিজে পছন্দ করিয়া ঐ পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্তি লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে পাত্রের সম্বন্ধে স্বয়ং পাত্রী হইয়া কোন কিছু বলিতে গেলে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িবে। যত খেয়ালী, যত স্বেচ্ছাচারীই প্রতিমা হউক না কেন, নিজ বিবাহে স্বীয় মতামত প্রকাশ করাকে কোনদিনই সুনজরে দেখে নাই সে। এইত' সেদিন নীলিমা যখন ভালবাসিয়া রামকমলকে বিবাহ করিল, তখন প্রতিমা নীলিমাকে কত ভর্ৎসনাই না করিয়াছে। সুতরাং—নিজের ব্যাপারে আজ হঠাৎ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে গেলে, আর কেহ কিছু বলুক্ না বলুক্, অন্ততঃ নীলিমা ত' এক হাত লইবেই। মনের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব, বহু তর্ক, নানান বিতর্কের পর স্থির করিল, প্রতিমা এ সম্বন্ধে পিতা-মাতাকে অথবা ঠাকুমা-সুহাসিনীকে আপাততঃ কিছু বলিবে না। তা'ছাড়া ঠিক্ প্রতিমার মতই খেয়ালী স্বপন কোন খেয়ালের বশেই হয়ত বা'

হঠাৎই এমনিতর দুর্ঘটনা ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার এই দুর্ঘটনাটীকে ইচ্ছা করিলে মার্জ্জনাও ত' করা যাইতে পারে। নীলিমার স্বভাবই হইল পুরুষ-বিদ্বেষী হওয়া। তাই স্বপনবাবুর এই সামান্য অপরাধটীকে সে হজম করিতে পারিতেছে না। আজকাল বহুপুরুষই বহুভাবের অনাচার করিতেছে। তাই বলিয়া কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে ছাড়িয়া সীতার ন্যায় বনগমন করিয়াছে! নীলিমার যেন সব তাতেই একটু বাড়াবাড়ি! একদিনের একটী ঘটনা লইয়া মানুষের সারা-জীবনের বিচার করিতে বসিলে চলিবে কেন? তাহার বাবা, তাহার মা যখন স্বপনের সহিত তাঁহাদের একমাত্র কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই স্বপনবাবুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের খোঁজ-খবর ইত্যাদি লইয়া সন্তুষ্টই হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, স্বপনবাবু যখন সুহাসিনী-ঠাকুমার কোন দূর-সম্পর্কের নাতী, তখন ঠাকুমা নিশ্চিতই স্বপনকুমারের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাহা না হইলে স্বপনের সহিত বিবাহ দিবার জন্য এতখানি কোমর তিনি বাঁধিবেন কেন! আড়ালে দাঁড়াইয়া মাতা-শিবানী ও ঠাকুমা-সুহাসিনীর কথোপকথনে প্রতিমা শুনিয়াছে স্বপনবাবুর পয়সার অভাব নাই—বংশও সৎ। সর্ব্বোপরি স্বপনবাবুর চেহারাও অতি সুন্দর। এক কথায়—তিনি সুপুরুষ! মনে মনে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সমস্ত বিষয় গোপন রাখাই শ্রেয় জ্ঞানে প্রতিমা আপাততঃ কাহাকেও কিছু বলিল না।

ঘোড়ার মাঠে টাকা ঢালিয়া ঢালিয়া সরোজবাবু ক্রমশঃ অর্থহীন হইয়া পড়িতেছেন। ইদানীং ঘোড়দৌড় ব্যবসায়ে লাভের তুলনায় লোকসানই তাঁহার বরাতে ঘটিতেছে বেশী। সরোজবাবু কাহাকেও কিছু মুখে না বলিলেও, ভাবে তা, সবই প্রকাশ হইয়া পড়ে। বহুদিনের ঘোড়ার নেশা তিনি ছাড়িতেও পারিতেছেন না। সুতরাং কালবিলম্বে হয়ত' বা অর্থাভাববশতঃ কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়া, প্রতিমাকে পাত্রস্থ করিয়া ফেলিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িলেন। স্বপনের বিষয় খুব বেশী খোঁজ-খবর লওয়া তিনি যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না এই হিসাবে যে, মামী সুহাসিনীর যখন সে নাতী, তখন মামী নিশ্চয়ই তাঁহার নাতীর বিষয় সবই অবগত আছেন।

স্ত্রী-শিবানী তাঁহার স্বামীর মতেই মত প্রকাশ করিলেন।

মামী-সুহসিনী ভাবিলেন—বহুকাল স্বপনের নৈতিক চরিত্রের বিষয় তিনি অজ্ঞাত হইলেও, সরোজ নিশ্চিতই তাহার একমাত্র পরম আদরের কন্যাকে কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই স্বপনের হস্তে অর্পণ করিতেছে না! হাজার হোক, কন্যার পিতা কখনই নিজে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কন্যাকে পরের হস্তে অর্পণ করে' না। এ বিবাহের প্রস্তাবই তিনি করিয়াছিলেন মাত্র, বাকী যা' কিছু তা' তিনি স্ত্রীলোক হইয়া কেমন করিয়া সমাধান করিবেন? যাহা হউক, এ বিষয় আর তাঁহার কিছু ভাবিবার নাই।

অষ্টম

মনেস-প্রতিষ্ঠিত "দুঃস্থ মহিলা আশ্রমে" রাণী বসবাস করিতে থাকে। মাঝে মাঝে তাহার গ্রামের কথা, তাহার শৈশবের কথা সে চিন্তা করিয়া থাকে। অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীনা রাণী মাতুলালয়ে লালিতা-পালিতা। তাহার পর সেই যুবকের প্রতি তাহার ভালবাসা ও শেষে ব্রাহ্মমতে বিবাহ, হোটেলে বসবাস এবং পরিণামে—যাক্ যৌবনে যোগিনী হইয়া আপাততঃ তাহার দিনগুলি মন্দ কাটিতেছে না। দুঃস্থ মহিলা আশ্রমে থাকিয়া দুঃস্থদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সে রামায়ণ পাঠ করিয়া আশ্রমের সকলকে শোনায়। সীতাহরণ, সীতার বনবাস কাহিনী শুনিয়া সকলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। লব কুশের মুখে মাতৃ সম্বোধন পড়িয়া রাণীর বুকখানা হাল্‌কা বোধ হয়। তাহার পর নিজে পূজা আহ্নিক সারিয়া অন্ধ মহিলাদের আহ্নিকের যোগাড় সে নিজ হাতেই করিয়া দেয়। দুপুরে আহারের পূর্ব্বে হস্ত-পদহীন মহিলাদের স্নান করাইবার ভার রাণী ওখানে আসার প্রথম দিন হইতেই নিজে লইয়াছে। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলের আহারান্তে সে আহার করিয়া থাকে। কেহ তাহাকে আগে আহারাদি করিয়া লইতে অনুরোধ করিলে সে বলে, "দরিদ্র-নারায়ণের সেবার পূর্ব্বে কাহাকেও আহার করিতে নাই।" সেও যে ওই দরিদ্র-

নারায়ণদের মধ্যে একজন, একথা রাণী একবারও ভাবিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকে যে, যাঁহারা অশেষ করুণাবশতঃ তাহাকে তাঁহাদের আশ্রমে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাহার নিজের অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাই ওই আশ্রমের প্রতি যাহাতে দেবতার কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাহার জন্যই সে ভগবৎ আরাধনা করিয়া থাকে। তবে দিনান্তে শয়নের পূর্ব্বে একটিবার স্বামীর শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে করযোড়ে প্রণাম করিয়া নিজ পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে সে কোনদিনই ভুলিয়া যায় না।

মানস ও তাহার অনুচরবর্গ জোর তদন্ত করিয়াও আজ পর্য্যন্ত রাণীর পলায়িত স্বামীর সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। তবে তাহারা অনুসন্ধান কার্য্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে, এবং শীঘ্রই যে কৃতকার্য্য হইবে, সে বিষয়ে উহারা সকলেই একমত। দলের মধ্যে নবীন নামক ছেলেটাই সব চেয়ে এ বিষয়ে বেশী উদ্যোগী মনে হইতেছে। সে নাকি বলিতেছে যে, তাহার তদন্তের ফল শীঘ্রই অপরাধীর সঠিক সন্ধান মিলাইয়া দিবে। সে সেজন্য মানসের নিকট নাকি খানিকটা দম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে যে, রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া যে শয়তান পলায়ন করিয়াছে, তাহার সঠিক অনুসন্ধানে সে নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইয়া পুলিশকে হার মানাইবেই মানাইবে।

অধুনা রাণীও তাহার পলাতক স্বামীর কোন সংবাদ

জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত একটু কম। কারণ—সে তাহার আশ্রম-জীবনকে বেশ একটু ধাতস্থ করিয়া লইয়াছে। বোধ হয় তাহার অতীত জীবনের ভ্রম সংশোধনার্থেই তাহার স্বামী-পুত্র লইয়া ঘর-সংসার পাতিবার আর কোন স্পৃহাই নাই। তাহা না হইলে নবীনের হাজার অনুরোধেও সে তাহাদের ছোট ফটোখানি, যেখানি দেখিয়া প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে প্রণাম করিয়া থাকে, সেই ছবিখানি নবীনকে দেখাইতে অস্বীকারই বা করিবে কেন!

নবীনের দৃঢ় বিশ্বাস—কোন ক্রমে ওই ছবিখানি হস্তগত করিতে পারিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সুতরাং যেন-তেন-প্রকাবেণ ছবিখানি হস্তগত করিবার চেষ্টায় রহিল নবীন। রাণীর স্বামী-ভক্তি অসীম। হয়ত' বা স্বামীর কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কাতেই সে ওই ছবিটী দিতে অস্বীকার করিতেছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নবীন এক নূতন কৌশলে উহা হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহার অনূঢ়া ভগিনী সীতাকে আজ কয়েকদিন হইল ওই **দুঃস্থ মহিলা আশ্রমে** আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সীতা ওখানে থাকিয়া যে কোন প্রকারে ওই ছবিটী হস্তগত করিয়া নবীনকে হস্তান্তর করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছে।

ক্রমে এ ব্যাপারটী মানসের দলের মধ্যে সকলেরই নিকট জানাজানি হইয়া গেল। সকলেই এক সঙ্গে নবীনের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির প্রশংসা করিল। কিন্তু সবই হইল গোপনে। অর্থাৎ

মানসের আদেশে তাহাদের জানিতে পারার বিষয় নবীনকে কিছুই বুঝিতে দেওয়া হইল না।

দিনের পর দিন কাটিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল, মাসের পর দু'একটী মাসও কাটিয়া গেল—কিন্তু সীতা রাণীর নিকট হইতে উক্ত ছবিটী কোন প্রকারেই হস্তগত করিতে পারিল না। নবীনেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সীতা নবীনের নিকট হইতে একটী ছোট ক্যামেরা সংগ্রহ করিয়া লইল। বহু আড়ি পাতিয়া সুযোগও একদিন মিলিল। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই সীতা রাণীর সহিত অনেকখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিয়াছে। সীতা বলিয়াছে, শীঘ্রই সে ঐ আশ্রম ছাড়িয়া যাইবে। অতএব আশ্রম ছাড়িবার পূর্ব্বে, কয়েকদিন সে রাণীর সহিত একত্রে শয়ন করিবে। সীতা আশ্রম ছাড়িয়া যাইবে শুনিয়া রাণী দুঃখীতা হইল। সে সীতার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সীতাও রাণীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল এবং প্রতি রাত্রেই কাপড়ের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্যামেরাটীকে লুকাইয়া রাখিয়া, রাণী ঘুমাইয়া পরিবার পূর্ব্বেই সে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পরিয়াছে এরূপ ভান করিতে লাগিল। দু'একদিনের মধ্যেই সুযোগ ঘটিল।

একদিন নিদ্রিতা সীতাকে কয়েকবার ডাকিয়াও যখন সাড়া মিলিল না, তখন রাণী সীতার কপটতা না বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে লুক্কায়িত স্থান হইতে ছবিটি বাহির করিয়া যথারীতি

মাথায় ঠেকাইয়া দিনান্তে শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিনের স্থায় আজও তাহার পলায়িত স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল ও অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ছলনাময়ী ললনা সীতা সমস্তই লক্ষ্য করিল। তাহার পর স্মেলিংসল্টের সাহায্যে ক্ষণিকের জন্য রাণীকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়া গুপ্ত স্থান হইতে লুক্কায়িত ফটোটি বাহির করিয়া লইয়া ওই বিশেষ ধরণের ছোট ক্যামেরাটির দ্বারা একটি প্রতিচ্ছবি তুলিয়া লইয়া রাত্রি প্রভাত না হইতেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ও তাহার দাদা নবীনের হস্তে ক্যামেরাটি অর্পণ করিল। সীতার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

বলা বাহুল্য—স্বল্পালোকে বিশেষ ধরণের ক্যামেরার সাহায্যে এই ধরণের ছবি তুলিয়া সীতা অসাধ্য সাধন করিয়া সকলের নিকট প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিল।

ভগবান সুপ্রসন্ন হইলেন।

নবীনের ঐকান্তিক চেষ্টা সফলতার পথে অগ্রসর হইল।

রাণী কিন্তু এসবের কিছুই টের পাইল না।

নবম

বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। সরোজ-কুটীরে লোক-জন গিস্‌গিস্ করিতেছে। চারিদিকেই মহা ধূমধাম। সকলেই কাজে-অকাজে সর্ব্বক্ষণই ব্যস্ত। প্রতিমার মনেও কি যেন কিসের দোলা লাগিয়াছে। প্রতিমার অন্তরাত্মা-বন্ধু ও সহপাঠি নীলিমা এর মধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। এক জিনিষের ফর্দ্দ দশবার কাটিয়া পনেরবার তৈয়ারী হইতেছে। একটিব স্থানে দশটী চাকব নিযুক্ত হইয়া অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইতেছে। একটি জিনিষ আনিতে দশজন দৌড়াইতেছে। ডেকরেটার আসিয়া বাড়ী সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বর্ণকার আসিয়া জড়োয়া-গহনা ওজন করিয়া সরোজবাবুকে সোনা ভজাইয়া দিতেছে। মামী-সুহাসিনী ভাঁড়ার গোছাইতে ব্যস্ত। স্ত্রী-শিবানীও বিয়ের যোগাড়ে মত্ত। কুম্ভকার মাটীর গেলাস-খুরি গুছাইয়া রাখিতেছে। ভাণ্ডারী বাজারের ফর্দ্দ লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে। ঠিকা ঝি'এর দল তরকারী কুটিবার বঁটি সাঁনাইতেছে।

বাদ্যকর আসিয়া বাজনার বায়না লইয়া গিয়াছে। বাটীর সম্মুখে লোহার গেটের মাথায় নহবৎ বাঁধা হইতেছে। মালাকরকে গোড়ের মালা ও ফুলের তোড়ার বায়না আগেই দেওয়া হইয়াছে।

ওদিকে স্বপনকুমার নিজে বর হইয়া নিজেই বর-কর্ত্তা! নিজের মোটরখানিকে ময়ূরপঙ্খী বাঁধিবার জন্য ডোম-পাড়ায় পাঠাইয়া দিয়াছে। প্রতিমার গায়ে কোন রঙের বেনারসীটি ঠিকমত মানাইবে ভগ্নী-স্বপ্নার সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাহা কেনা হইয়া গিয়াছে! একটু আগে দর্জ্জি আসিয়া বেনারসীর পিস কাটিয়া জামা তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেল—স্বপনের নিজের জন্য গরদের পাঞ্জাবীটীও দিয়া গিয়াছে ওই সঙ্গে। শ্রীমান নাপিত বাবাজী বরের কাপড় ও চাদর কোঁচাইতে ব্যস্ত। সর্ব্বত্রই নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়া হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রণ করিতে বাকী ছিল শুধু মানস ও তাহার বন্ধুবান্ধবদের। একটু আগে চাকরের মারফৎ কার্ড পাঠাইয়া দিয়া সে কর্ত্তব্য-টুকুও সারা হইয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে মাঝের দুইটি দিন কাটিয়া গিয়া বিবাহের দিনটি আসিয়া পড়িয়াছে। সকাল হইতেই সানাইওয়ালা গাল ফুলাইয়া ক'ণের বাড়ীতে গান ধরিয়াছে, "তাই হৃদয় আমার হ'ল সয়ম্বরা।".

যথাসময়ে স্বপনের গায়ে-হলুদ হইয়া গেল। মহা আড়ম্বরে বরের বাড়ীর হলুদ আসিল। প্রসাধন সামগ্রী আসিল বিস্তর। তাহার মধ্যে স্বপনকুমারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। শিল্পীর প্রস্তর খোদাই করা স্বপনের প্রতিমূর্ত্তিখানি বাস্তবিকই একটী দেখিবার মত জিনিষ। কিন্তু একি হইল! মূর্ত্তি-বহনকারী মস্তক হইতে মূর্ত্তিটিকে নামাইতে গিয়া হঠাৎ

হাত ফস্‌কাইয়া সেটি পড়িয়া গেল। অমন সুন্দর জিনিষটি মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। চারিদক্ হইতে সকলে হৈ হৈ করিয়া আসিল। মেয়ে মহলে কানাকানি সুরু হইল। এ নাকি একটা মস্ত বড় বাধা। শুভ কাজে অশুভের সূচনা। বিশেষতঃ হাত হইতে পাথর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া নাকি একটি কম অলক্ষণের ব্যাপার নহে! অমুক সময় তমুকের হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ফাটা-পাথর-বাটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অমুকের বরাৎ নাকি পুড়িয়াছিল অর্থাৎ বিবাহের ত্রিরাত্রি না পোহাইতেই অমুক নাকি বিধবা হইয়াছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক—এহেন দুর্ঘটনায় সকলেরই মনে কি যেন এক আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—কাজে উদ্যম সকলেরই অল্প-বিস্তর কমিয়া গেল।

ক্রমে গোধূলি-লগ্ন সমাগত হইতে চলিয়াছে। নীলিমা অন্যান্য বান্ধবীদের সাহায্যে প্রতিমাকে বিবাহের ক'ণে সাজাইতে বসিয়াছে। ঠাকুমা-সুহাসিনী মাঝে মাঝে আসিয়া উহাদিগকে চটপট সারিয়া লইতে আদেশ করিতেছেন। তাঁহার নিজ বিবাহে তাঁহার কপালের কোন্ স্থানে কিরূপ চন্দন-তিলক আঁকিয়া তাঁহাকে কেমন মানাইয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়া দিতেছেন।

নীলিমা প্রতিমাকে সাজাইতে সাজাইতে আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। কখন সেই গানের প্রথম-কলি লইয়া, কখন মধ্যম, আবার কখন বা শেষ-কলি লইয়া

বান্ধবীবর্গ নানারূপ টিপ্পনী কাটিয়া একে অন্যকে হাসির রস যোগাইতেছে। নীলিমা সবেমাত্র একটি গানের প্রথম লাইনটী গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময় নীলিমার গীতের তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া সঙ্গীতে ব্যাঘাত হানিয়া কেতকী ন্যাকামী-ভঙ্গিতে গালে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল—"উঁ—হুঁ! ব্যাপারটা বেশ সুবিধে ব'লে মনে হচ্ছে না! প্রতিমা! তোর বরটিকে ভাই একটু সামলে রাখিস্—নীলিমার ভাবগতিক ভাল নয়।" কেতকীর কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিলীমা প্রতিমার নরম গালে একটি টোকা মারিয়া আর একটি গান ধরিল।

গানটির দ্বিতীয় লাইনটি গাওয়া শেষ হইতে না হইতেই শ্রীমতী বকুলমালা তথায় আঘাত হানিয়া বলিল—"ও! তাই বুঝি রামকমলবাবু নীলিমাকে এত ভালবাসেন?"

নীলিমা। কেন? তোর হিংসে হচ্ছে বুঝি?

সুমিত্রা। না ভাই বকুল—রামকমলবাবু নীলিদি'কে মোটেই ভালবাসেন না। তা' যদি বাসতেন, তাহ'লে কি এতদিন নীলিদি'র কোল্ খালি থাকে?

শোভা। ঠিক্ বলেছিস সুমি! তুই আইবুড়ো হ'লে কি হয়, তোর বিয়ের বুদ্ধি আছে। নীলিমাকে রামকমলবাবু ভালবাসেন নাই বটে। তা' যদি বাসতেন, তা'হলে এতদিন নিশ্চয়ই নীলিমার অন্ততঃ একটা খোকা না হয় খু—

নীলিমা। মাগো! কি সব অসভ্য!

এমন সময় ঠাকুমা-সুহাসিনী ওখানে আসিয়াই আরম্ভ করিলেন—

"কি লো! তোদের সব হ'ল? বঁর আসবার সময় যে হ'য়ে এল।"

ঠাকুমার শুভাগমনে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেহ ঠাকুমার হাত ধরিল, কেহ ধরিল আঁচলের খুঁট—আবার কেহ বা ঠাকুমার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া, "বোস—ঠাকুমা—বোস" বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ঠাকুমা বৃদ্ধা হইয়া তরুণীদের মধ্যে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মেশার ন্যায় সভা অলঙ্কৃত করিয়া উপবেশন করিলেন।

অন্দরে যখন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে, বাহিরে তখন ঘটিল এক অঘটন। এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় সরোজবাবু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বর্গীয় বন্ধু হরিচরণের পুত্র এ কি বলিতেছে! শুধু বলিতেছেই বা বলি কেন। সঙ্গে করিয়া প্রমাণ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। স্বপন, রাণীকে ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ করিয়াছে! এই ত' নবদম্পতীর ছবি। যদিও অল্প আলোকে একান্ত সংগোপনে ফটো হইতে ছবিটি তোলা হইয়াছে, তথাপি এই ফটোখানিকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কারণ স্বপনকে তিনি স্বচক্ষে যখন দেখিয়াছেন, তখন ছবিতে যে প্রতিচ্ছবিটী রহিয়াছে, তাহা ত' সত্যই স্বপনেরই প্রতিচ্ছবি, আর স্বপনের পার্শ্বে তাহার বধূরূপে যে মেয়েটি

দণ্ডায়মানা সে মেয়েটিকেও ত' নবীন তাঁহারই সম্মুখে ধরিয়া আনিয়াছে। সুতরাং জীবন্ত মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি দুইটির যখন কোন প্রভেদই নাই এবং সর্ব্বোপরি রাণীও যখন বলিতেছে যে ওই ছবিটিই তাহার পলাতক স্বামী কুমার বাহাদুরের ছবি, তখন আর ত' কিছুই অবিশ্বাস করিবার নাই। সরোজবাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা—পরম স্নেহের প্রতিমা কি শেষে—না না, তা' কখনই তিনি হইতে দিবেন না। এ বিবাহ তিনি কিছুতেই—

নবীন তাহার পিতৃ-বন্ধু সরোজবাবুর মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—

"আপনি ব্যস্ত হ'বেন না কাকাবাবু। এই লগ্নেই যা'তে প্রতিমার বিয়ে হয় তা'র যথাযথ ব্যবস্থা আমিই করছি। শুধু আপনি একটা কাজ করুণ—স্বপনের বাড়ী অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দিন যে বিয়ে আপাততঃ বন্ধ রইল।"

সরোজ। কিন্তু এই লগ্নেই যে তুমি প্রতিমার বিয়ে দেব বলছ—তা, পাত্র তুমি পাবে কোথায় ?

নবীন। পাত্র আমি আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি—এখনি সে এসে প'ড়ল ব'লে !

সরোজ। পাত্রটি কেমন তাত' আমি খোঁজ- খবর নেবার সময় পেলাম না বাবা নবীন !

নবীন। পাত্রটি অতি সং। আর তা'কে আপনি চেনেনও।

সরোজ। সে কি! আমি তাকে চিনি? তবে সে কে?

নবীন। সে হচ্ছে আমাদের "পল্লীমঙ্গল সমিতি" আর "দুঃস্থ মহিলা আশ্রমের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান মানসকুমার।

সরোজ। ও! আমাদের যোগেনের ছেলে মানস! কিন্তু বাবা নবীন! সে যে বিয়ে ক'রবে না বলে আমায় জানিয়েছিল! নইলে তারই সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে দেবার জন্যে আমি যে যোগেনের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম। মানস বিয়ে ক'রতে রাজী না হওয়াতেই আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র—

নবীন! যাক্ আর কাল-বিলম্ব ক'রে লাভ নেই। মানস এখনও বিয়ে করতে রাজী নয় এবং আমি তা'কে এ বিয়ের বিষয় এখন কিছুই জানাইনি কাকাবাবু! কৌশলে আমি কার্য্য সমাধা ক'রব। আপনি শুধু—অন্ততঃ এই অভাগিনী রাণীর মুখ চেয়ে স্বপনকে এখনি খবরটা পাঠিয়ে দিন। বিলম্বে আমাদের সব শ্রম ব্যর্থ হ'বে।

সরোজবাবু আর কাল-বিলম্ব করিলেন না। নবীনের কথামত তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া ড্রাইভার মধুকে দিয়া পত্রখানি স্বপনকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মানসকে ইতিপূর্ব্বেই ডাকিতে পাঠান হইয়াছিল। মানস হন্তদন্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র নবীন তাহাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিল, দুইটি নারী-জীবনকে রক্ষা করিতে মানসকে এ বিবাহে সম্মত হইতেই হইবে। নতুবা রাণী তাহার স্বামীকে

ফিরিয়া পাইবে না এবং প্রতিমার জীবনও ব্যর্থতায় হইবে পর্য্যবসিত। সর্ব্বোপরি সরোজবাবুও যখন মানসের স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তখন এ বিবাহে অসম্মত হইয়া সরোজবাবুকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অসহযোগিতা করাও তাহার উচিত হইবে না। কিন্তু এতেও মানস যখন রাজী হইল না, তখন নবীন নিরুপায় হইয়া রাণীকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া মাসনকে অনেক অনুরোধ করাইল। রাণী বলিল, তাহার পলাতক স্বামী স্বপনকুমার যখন ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছেন, তখন প্রতিমাকেও যে সে পরিত্যাগ করিবে না তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে। সে তাহার স্বামীর ধর্ম্মপত্নী হইয়া তাঁহাকে পুনরায় অন্য কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে দিবে না।

মানস স্থির-মস্তিষ্কে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এমন সময় সরোজবাবু অস্থিরচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া মানসের হাত দু'টী নিজ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এহেন দুঃসময়ে তাঁহার প্রতি করুণা মানসকে করিতেই হইবে—প্রতিমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে। মানস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যে যাহা বলিতেছে নিঃশব্দে তাহাই শ্রবণ করিয়া চলিয়াছে।

এ কি কঠিন সমস্যায় পড়িল মানস! সে কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, সে কি করিবে! কিন্তু ব্যক্তি-

গত মত প্রকাশ করিয়াও ত' সে উদ্ধার পায় নাই। এ কি সমস্যা! এ সমস্যার সমাধানই বা সে কি করিয়া করিবে!

কিন্তু নবীন আর তাহাকে ভাবিবার সময় দিল না। মানসের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নবীন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেল সেই বিবাহ-মণ্ডপে। মানস দ্বিরুক্তি করিবার অবকাশ পাইল না। যে যাহা বলিল সুবোধ শিশুর ন্যায় সে তাহাই করিয়া চলিল।

যথা সময়ে চারি-চক্ষের মিলন ঘটিল। মানস-প্রতিমার শুভ-মিলন হইল। প্রতিমার অন্তরে বহিল দাম্পত্য-প্রেমের উৎস। শুভ দৃষ্টির শুভক্ষণ হইতেই সে মানসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

বিবাহ শেষ হইল। বর-ক'ণে বাসরে বসিল। বাহিরে সানাইওয়ালা নূতন সুরে গান ধরিল।

"কেউ আশা লয়ে জাগেরে
কার আশা ফুরাল।"

দশম

বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মানস স্বপনের প্রতিমাকে ছিনাইয়া লইয়াছে। অথচ শোনা যায়, স্বপনকে সৎপথে আনিবার জন্য মানস নাকি' তাহার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও সম্মত ছিল। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য মানস বেশ ভালভাবেই প্রতিপালন করিল!

সাবাস মানস-প্রতিষ্ঠিত পল্লী মঙ্গল সমিতির দল! স্বপনকে হার মানাইয়া রাণীকে তাহারা উদ্ধার করিয়া—পুলিশকে পর্য্যন্ত হার মানাইয়াছে। হাঁ—বাহাদুর বটে! রাণীর মুখ দিয়া সমস্ত প্রকাশ করাইয়া লইয়া সরোজবাবুকে বিগড়াইয়া দিয়াছে! সাবাস্! বহুত সাবাস্ মানসকুমার! কিন্তু ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ দেখ নাই তোমরা। "কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।" ঐ রাণীকে দিয়াই আমিও তোমাদের ভেল্কী দেখাইব। কেবল সুযোগের অপেক্ষা! প্রতিমা! যাহার জন্য স্বপনের দেবতার আরাধনা, সেই প্রতিমা কখন অপরের ভোগ্যা হইতে পারে না। অর্থবল—বুদ্ধিবল—বাহুবল—সবই যখন স্বপনের করায়ত্ত, তখন প্রতিমাকে সে যে কোন বলেই হউক জয় করিবেই করিবে। তাহার প্রতিমা—তাহারই হইবে। অন্যের হইতে কখনই দিবে না স্বপন।

স্বপন আজকাল তাহার বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া ওই সব চিন্তা করে' আর মুহূর্মুহূ সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

রাণী! কি বুদ্ধিহীনা নারী ওই রাণী! এবারও সে স্বপনের ফাঁদে পড়িয়াছে। স্বপনকে স্বামীর পূজ্য স্থানে বসাইয়া সে প্রতিদিন শ্রীচরণ সেবা করিয়া থাকে। সে সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছে তাহার স্বামী তাহার প্রতি পৈশাচিক-আচরণে অনুতপ্ত হইয়া জীবন-সঙ্গিনী স্বরূপ এবার তাহাকে চিরকালের জন্য গ্রহণ করিয়া বাটী ভাড়া করিয়া দাস-দাসী লইয়া সংসার পাতিয়াছে। এ সংসার সে যতবার ইচ্ছা ততবারই ভাঙ্গিবে।

বোড়ে দিয়া ঘোড়া মারিবে, গজ দিয়া নৌকা মারিবে, আর তাহারপর মন্ত্রী দিয়া রাজা মারিবে স্বপন। ওই রাণীকেই বোড়ে, গজ ও মন্ত্রী করিয়া রাজাকে সংহার করিতে জীবনের দাবা-বোড়ে খেলায় স্বপনকে সহায়তা করাইবে। কিস্তি মাৎ সে করিবেই করিবে। প্রয়োজন বোধে রাণীকে সে আবার বর্জ্জন করিবে।

স্বপন আবার এক গ্লাস হুইস্কি গলধকরণ করিয়া একটী সিগারেট ধরাইল! বাহিরে হর্ণ বাজাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল একখানি মোটর গাড়ী। স্বপন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্যিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী গাড়ী ছুটিয়া চলিল উহাদের সেই বাগান বাড়ীটার উদ্দেশে।

গাড়ী হইতে নামিয়া বাগান বাড়ীতে পৌছাইতেই স্বপন দেখিল আসর একেবারে মস্‌গুল হইয়া রহিয়াছে। তবল্‌চীর তালে তালে পায়ের নূপুরে ঝঙ্কার তুলিয়া নর্ত্তকী নৃত্য

করিতেছে। তাহার লীলায়িত শ্রীঅঙ্গে যৌবনের যমুনা যেন কাণায়-কাণায় উপচিয়া পড়িতেছে। বাহবা—এইত চায় স্বপন! এ না হইলে তাহার ব্যথিত হৃদয়ে সে প্রলেপ দিবে কি দিয়া? বেহালার তান্, বীণার ঝঙ্কার, পিয়ানোর স্থর, তবলার সোম আর লয় সকলে মিলিয়া স্বপনের মন একবারে মাতাইয়া তুলিল।

স্বপন নাচের আসরে হাজির হইতেই তালের তেহাই পড়িল। নর্ত্তকী নৃত্য-ছন্দে স্বপনকুমারের পদতলে পড়িয়া প্রণাম জানাইল। স্বপন নর্ত্তকীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "আমরা হচ্ছি বড় লোক—আমাদের পিছনে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার? কি বল চাঁদবদনী!"

নর্ত্তকী বুঝিল বাবুসাহেবের মস্ত-মগজে প্রতিহিংসার নেশা গজ গজ করিতেছে। তাই সে পাত্রে রঙিন স্থরা ঢালিয়া লইয়া এক হস্তে স্থরাপাত্র ও অন্য হস্তে করমুদ্রাশোভিত করিয়া নৃত্যছন্দে পায়ের নূপুরে রিনি-ঝিনি রোল তুলিয়া স্বপনের দিকে আগাইয়া আসিল। স্বপনকুমার গভীর আগ্রহে নর্ত্তকী-প্রদত্ত স্থরা পিপাসিত-কণ্ঠে ঢালিয়া দিল।

যখন স্বপনের গাড়ীটী নীলিমাদের বাড়ীর দরজা অতিক্রম করিয়া বাগান বাড়ীটীর লোহার ফটক পার হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তখন গবাক্ষ পথ হইতে নীলিমা গাড়ীটীকে লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বামী রামকমলকে প্রশ্ন করিল—

"আচ্ছা আমাদের বাড়ীর পাশেই যে ওই বাগান বাড়ীটা রয়েছে, ওটা কাদের বল ত ?"

রামকমল। বড় লোকদের।

নীলিমা। সকাল নেই—সন্ধ্যা নেই,—রাত নেই—দুপুর নেই নিত্যি-নূতন মোটরগাড়ী আস্‌ছে আর হল্লা হচ্ছে। এর একটা কিছু বিহিত করা যায় না ?

রামকমল। ওরা হচ্ছে বড়লোক। ওদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে বল ?

নীলিমা। বাঃ! এটা কি একটা কথার মত কথা হ'ল!

রামকমল একান্ত উদাস ভাবে জবাব দিল, "অনেকদিন আগে আমরা একবার চেষ্টা করে দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই ক'রতে পারিনি!"

নীলিমা। তুমিত' অফিসে বেরিয়ে যাও—কোন কিছুরই খবর রাখ না! কিন্তু আমিত' বাড়ীতে কান পাত্‌তে পারিনে। সময় সময় ভয়ও যে না হয় তা' নয়।

রামকমল। আমিও কি নিশ্চিন্ত মনে অফিসে কাজ ক'রতে পারি! আমারও ভয় বড় কম নয়। রোজই ভাবি—ওই বুঝি আমার গিন্নীকে বিত্তেশ্বরীদের আড্ডায় ধ'রে নিয়ে গেল।

নীলিমা। তা' এমন জায়গায় বাস কর ও ভয় হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

রামকমল। আত্মরক্ষার উপায়টা কি স্থির করে' রেখেছ শুনি ?

নীলিমা। গুরুদেবের মন্তর—"পতি পরম গুরু", "পতিই সতীর গতি"—ইত্যাদি।

রামকমল। শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

নীলিমা। তা এমন কথাতেও যদি নিশ্চিন্ত না হও—তাহ'লে আমাকে যে বড় চিন্তিত হ'তে হয়।

রামকমল। তাই নাকি?

নীলিমা। আজ্ঞে হাঁ।

রামকমল ও নীলিমা উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি নীরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দুষ্টুমির হাসি হাসিতে লাগিল।

একাদশ

মানস-প্রতিমার শুভ-মিলনের প্রায় সাত আট মাস অতীত হইয়াছে। মানসের শয়ন-কক্ষে প্রতিমা একদিন বিছানা ঝাড়তে-ঝাড়তে গুন্ গুন্ করিয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে—

"সখিরে—

কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
ব্যাকুল করিল মোর প্রাণ।"

মানস সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল—প্রতিমার গান শুনিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিল। প্রতিমা গান গাহিতে গাহিতে উঠিয়া একটী ফুলের মালা লইয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো মানসের ছবিটীর গলায় তাহা পরাইয়া দিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। অন্তরাল হইতে মানস সমস্ত দেখিয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও নমস্কাররতা-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করতঃ প্রতিমাকে আশীর্ব্বাদ করিল। চক্ষু উন্মিলন করিতেই প্রতিমা মানসকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—

"পতি পরম গুরু।"

মানস। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!

প্রতিমা। কিন্তু চুরি যা' ক'রবার তাত' তুমিই ক'রেছ। আমার জন্যে কি কিছু বাকী রেখেছ?

মানস। বাকী কেমন ক'রে রাখি বল? সেটুকুর ওপর অন্য কারুরও ত' লোভ প'ড়তে পারে?

প্রতিমা। তা' পারে। কিন্তু লোভ সম্বরণ করাই ত' সাধুলোকের মহান কর্ত্তব্য?

মানস। কিন্তু লোভ সম্বরণ ক'রতে পারে না বলেই ত' সে চোর!

প্রতিমা। চোরের ডেফিনেস্‌নটা তোমার খুব ভাল রকমই জানা আছে দেখ্‌ছি!

মানস। সাধুতার পরিমাণ মাপ্‌ ক'রবার ওইটাই যে একমাত্র মাপকাঠি প্রতিমা!

প্রতিমা। না! তোমার সঙ্গে কথায় আমি পা'রব না!

মানস।, তবে বশ্যতা স্বীকার করে রণে ক্ষান্ত হও।

প্রতিমা। বেশ! আমি তোমার বন্দীত্ব স্বীকার করছি।

মানস। কিন্তু বন্দিনী হ'তে হ'লে বন্ধনকে ত' এড়িয়ে যেতে পার্‌বে না প্রতিমা?

প্রতিমা। বন্ধন থেকেই যে বন্দীর উৎপত্তি—তা' আমি ক্লাস নাইনয়েই পড়েছিলাম।

মানস। বেশ! তা'হলে প্রস্তুত হও।

প্রতিমা। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

প্রতিমা মৃদু হাস্য করিয়া তাহার বাহুদ্বয় একত্র করিয়া

বন্ধন করিবার নিমিত্ত আগাইয়া দিল। মানসও দেওয়ালে টাঙ্গানো তাহার প্রতিচ্ছবিটার গলায় প্রতিমার দেওয়া যে ফুলের মালাটী ছিল, অবিলম্বে সেইটী তথা হইতে খুলিয়া লইয়া প্রতিমার যুক্ত-বাহুদ্বয় বন্ধন করিয়া ফেলিল। প্রতিমা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্থান ?" মানস নিজ বক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিল, "কারাগারে।"

এই ভাবে মানস ও প্রতিমার দাম্পত্য-জীবন তুইটী বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। একে অন্যকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত—অপর পক্ষ ভালবাসা দিয়া নিঃস্ব। এ তুইটী তরণী জীবনের স্রোতে একই তরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে সামনের দিকে ক্রমাগত আগাইয়া চলিয়াছে। জোয়ার-ভাঁটার টানে একে অন্যকে ফেলিয়া আগাইয়া-পিছাইয়া যায় নাই। এমনি একদিন মানস তাহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগী-দিগকে ঔষধ দেওয়া শেষ করিয়া যখন স্নানাহার করিবার নিমিত্ত ভিতর বাটীতে গমনোদ্যত—এমন সময় প্রতিমার পিতা সরোজবাবুর ড্রাইভার মধু আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিল। মানস ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি খুলিয়া উহা পাঠ করিয়া দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাকে ডাকিয়া পত্রখানি প্রদান করিল। প্রতিমা এক নিশ্বাসে পত্র পাঠ করিয়া ভীতিবিহ্বল নেত্রে মানসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মানস-প্রতিমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "অত চিন্তিত হোয়োনা প্রতিমা—ব্লাড প্রেসার রোগটা

যদিও একটু পাজি বটে—কিন্তু ডাক্তার যখন তোমার বাবাকে স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, তখন স্থান পরিবর্ত্তন ক'রলেই অসুখ আপাততঃ অনেকটা কমে যাবে। হাঁ ভালকথা! কবে তোমার বাবা এলাহাবাদ যাত্রা করবেন লিখেছেন ?”

প্রতিমা। কালই সকালের ট্রেণে। কিন্তু—

মানস। কি ব'লছ—বল প্রতিমা ?

প্রতিমা। ঠাকুমা বুড়ো-মানুষ—মা একা কি সব সময় বাবাকে—

মানস। ঠিক্ বলেছ প্রতিমা! তোমার ঠাকুরমার বয়স হ'য়েছে আর তোমার মা একাই বা তোমার বাবাকে সব সময় ঠিকমত সেবা-যত্ন ক'রতে পা'রবেন কি ক'রে! তা'ছাড়া বিদেশ। সত্যিই বড় সমস্যার কথা হয়ে দাঁড়াল!

প্রতিমা। বাবা তোমাকে আমাকে দুজনকেই অন্ততঃ দিন কতকের জন্যে তাঁদের সঙ্গে এলাহাবাদ যেতে লিখেছেন।

মানস। ঠিক্ই লিখেছেন। কিন্তু দাতব্যখানা, পল্লীমঙ্গল সমিতি, দুঃস্থ মহিলা আশ্রম, এসব ছেড়ে আমার ত' একপাও কোথাও ন'ড়বার উপায় নেই প্রতিমা! তা'র চেয়ে এক কাজ কর—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে যাও—নইলে তাঁর সেবা-যত্নের বড় অসুবিধে হ'বে।

প্রতিমা। কিন্তু—

মানস। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই প্রতিমা। মানুষের

কাছে তার সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল কর্ত্তব্য প্রতিপালন। কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া কোন ক্রমেই কোন মানুষের উচিত নয়। ছিঃ! কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রতে নেই প্রতিমা! তুমি তোমার বাবার সঙ্গে এলাহাবাদ যাও—আমার জন্যে আদৌ ভেব না। ওখান থেকে প্রতি সপ্তাহে একখানা করে চিঠি দিয়ে তোমার বাবা কেমন থাকেন আমাকে জানাবে। আমি মধুকে বলে দিচ্ছি, আজ রাত্রে সে গাড়ী নিয়ে আ'সবে। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌছে দিয়ে আ'সব, আর কাল ভোরেই তোমাদের সবাইকে আমি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে এলাহাবাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে আ'সব।

প্রতিমা। আমি তোমাকে ছেড়ে—

মানস। ছেলে-মানুষী ক'রতে নেই প্রতিমা! লক্ষ্মীটি! যাও-কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে নাওগে।

প্রতিমা আর কিছু বলিতে পারিল না। মানস মধুর হাতে একখানি পত্র লিখিয়া সরোজবাবুকে বিস্তারিত জানাইয়া দিল। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রতিমা মানসকে ছাড়িয়া তাহার পিতার সহিত এলাহাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার মুখের হাসি যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। অনাগত কি যেন কি বিপদের ছায়া তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে মানসের বিরহ বর্ত্তমানের মিলনকে মলিন করিয়া দিয়াছে। একি হইল! সে ভাবে, এ তাহার কি হইল! মানসকে ছাড়িয়া যাইবার কথাতেই

যদি এতখানি বিরহের ব্যথা সে পায়, তাহা হইলে সত্যিকারের বিরহ সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া!

উপস্থিত বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় মানসও যেন কিরূপ আন্‌মনা হইয়া পড়িতেছে। পুরুষ-মানুষের এ দুর্ব্বলতা শোভা পায় না! মানস ভাবে, পুরুষের এ দুর্ব্বলতা সত্যই অত্যন্ত অশোভনীয়। তাই সে অন্ততঃ প্রতিমাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত জোর করিয়া নিজ মুখে হাসি টানিয়া আনিয়াছে, প্রতিমাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে যাইয়া অন্তরে গুম্‌রাইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত মানস আজ প্রভাতের গাড়ীতেই সরোজবাবু, শিবানী, ঠাকুমা-সুহাসিনী ও প্রতিমাকে এলাহাবাদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিয়া দাতব্যখানায় রোগী দেখিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাদশ

কলিকাতা।

বাহিরের ঘরে বসিয়া স্বপন যেন কাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হাতে সিগারেট ধোঁয়াইতেছে। সম্মুখে একটী গ্লাসে মদ্য ঢালা রহিয়াছে। স্বপন কি যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তাহার চোখ দুইটী হিংস্র পশুর ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অদূরে একখানি গাড়ী আসার শব্দ কর্ণগোচর হইতেই স্বপনকুমার সুরাপাত্র তুলিয়া লইয়া উহা পান করিবার পূর্ব্বে বলিল, "By God's sake—please hold your tongue and let me love" সুরা পান করিয়া একটী নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনরায় বলিল, "Now the chance has come—যে কোন প্রকারেই হোক এ সুযোগটিকে কাজে লাগাতেই হ'বে। সুযোগ কখন বার বার আসে না। বুদ্ধিমানেরা সুযোগ কখন হেলায় হারায় না।"

দেখিতে দেখিতে ঘরের বাহিরে একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া থামিল। মোটর হইতে নামিয়া এক জোড়া তরুণ-তরুণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই স্বপন সোৎসাহে কোচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও আগন্তুকদ্বয়কে স্বাগতম্ জানাইল। তৎপরে পুনরায় এক পেগ্ মদ্য পান করিয়া কি যেন কি এক অভিনয়ের মহড়া দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। সে

তরুণীটীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনি আসলে যেই হউন—উপস্থিত "শ্রীমতি প্রতিমা দেবী।" মনে করুন আপনি এলাহাবাদে আছেন। পিয়ন আপনার নামে চিঠি দিয়ে যাবে। ওই পিয়ন আস্‌ছে। এইবার আপনি আপনার স্বামী শ্রীমান্ মানসকুমারের চিঠি পাবেন। আপনার স্বামী কল্‌কাতায় থাকেন। নিন্ অমলবাবু! এইবার আপনি একটা ডাক পিয়নের অভিনয় করুণ ত?"

অমল। স্বপনবাবু! আপনিই অনুগ্রহ ক'রে পিয়নের প্রক্সিটা দিয়ে দিন না? পার্ট ভাল ভাবে আয়ত্ত না ক'রে আমি কোনদিনই সু-অভিনয় ক'রতে পারি না।

স্বপন। Well—I am ready. Here is the Post man.

মহড়া সুরু হইল।

অমল। তুমিই বুঝি এই বিটের পিয়ন?

স্বপন। হ্যাঁ। কেন বলুন ত'?

অমল পিয়নটার কানে কানে কি যেন কি সব বলিল।

স্বপন। না না—ওসব কাজ আমার দ্বারা হ'বে না। আপনার জন্যে কি সরকারী চাক্‌রীটা শেষ পর্য্যন্ত খোয়াব মশাই?

অমল। না। এ কাজ তোমাকে ক'রতেই হ'বে। চাক্‌রী গেলে তোমার চেয়ে ক্ষতি হ'বে আমারই সব চেয়ে বেশী। সুতরাং চাকরী তোমার যাতে না যায়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

থাক্‌বে তোমার চেয়ে বেশী আমার। প্রত্যেকখানা চিঠির জন্যে তুমি পাবে একখানা ক'রে একশো টাকার নোট। কেমন রাজী ?

স্বপন। কিন্তু—

অমল। আর কিন্তু কোরনা পিয়ন সাহেব ! চটপট রাজী হয়ে পড়। হ্যাঁ ভাল কথা। নামটা মনে আছে ত' ?

স্বপন। আজ্ঞে—তা' আমার মনে আছে।

অমল। দেখ ভুল না যেন। মনে যদি না থাকে তোমার নোটবুকে লিখে রাখ—"শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, C/o. সরোজ কুমার বসু"।

স্বপনকুমার মহড়া শেষ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"যাক সব ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পার—বিলম্বে বাধা ঘটতে পারে। সুতরাং কাল সকালের ট্রেণেই তোমরা এলাহাবাদ রওনা হও। এল্‌গিন রোডে, যে রোডে সরোজবাবু আছেন, সেই এল্‌গিন রোডেই তোমাদের জন্যে বাড়ী ঠিক্ করা আছে। ওখানে পৌঁছেই তোমাদের কাজ সুরু করে ফেল্‌বে—বুঝ্‌লে ?"

অমল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। স্বপনকুমার উহাদের চলিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেওয়ায় অমল তরুণীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল। স্বপন উহাদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "টাকার জন্য চিন্তা ক'রবে না—যখন যত টাকার প্রয়োজন আমাকে জানাবে। কাজ কিন্তু হাঁসিল করা চাইই।"

যুবক-যুবতী চলিয়া যাইতেই আর একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। যুবকের নাম প্রকাশ। এবার কলিকাতার পিয়নকে হস্তগত করিতে হইবে। কারণ প্রতিমার নিকট হইতে মানসের নামে যে সমস্ত পত্র আসিবে সেই সমস্ত পত্রগুলি স্বপনের হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। ডাক পিয়নকে কিভাবে হস্তগত করিতে হইবে এবার স্বপন তাহারই মহড়া দিতে লাগিল।

স্বপন। পিয়ন সাহেব! নকল ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তুমি পাবে প্রত্যেক চিঠিখানার জন্যে একশ' টাকার একখানি করে' নোট। কেমন রাজী?

ডাক-পিয়ন প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

স্বপন। নামটা মনে আছে ত'? যদি না থাকে ত' তোমার নোটবুকে লিখে নাও—"শ্রীমানসকুমার মিত্র।"

আচ্ছা বলত'—চিঠিগুলো আসবে কোথা থেকে?

প্রকাশ। এলাহাবাদ থেকে।

স্বপন। ঠিক্ বলেছ পিয়ন সাহেব! আচ্ছা এবার বল ত' ঐ চিঠি নিয়ে তুমি কি ক'রবে?

প্রকাশ। প্রত্যেক চিঠিখানা আসল লোককে ডেলিভারী না দিয়ে, ডেলিভারী দেব আপনাকে অর্থাৎ নকল মানস কুমারকে—তার নকল ঠিকানায়।

স্বপন। ঠিক্-ঠিক্। তোমার সাহস আছে। এইত' চাই। আচ্ছা—তারপর চিঠিখানা আমার হাতে ডেলিভারী দিয়েই কি তুমি চ'লে যা'বে?

প্রকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বপন। দূর বোকা পিয়ন! চ'লে যাবে কি পিয়ন সাহেব! তারপরও যে খানিকটা কাজ তোমার বাকী রয়েছে বন্ধু!

প্রকাশ। তারপরও আবার আমাকে কি ক'রতে হ'বে?

স্বপন। সে কাজটুকু আমার জন্যে নয়—সে কাজটুকু ক'রতে হ'বে তোমার নিজের জন্যে। তোমার নিজের জন্যে কি কাজ তা' তুমি নিজে জান না, কিন্তু আমি জানি। ধর পিয়ন সাহেব তুমি পিয়ন না হ'য়ে পিয়ন আমি নিজে এবং তুমি হচ্ছ নকল মানসকুমার। এহেন অবস্থায়—ধর, আসল-মানসের চিঠিখানা নকল-মানস তোমাকে আমি ডেলিভারী দিয়েও দাঁড়িয়ে রয়েছি—চলে যাচ্ছি না। আমাকে দাঁড়িয়ে থা'কতে দেখে নকল-মানস তুমি আমার হাতে এই একশ' টাকার একখানা নোট গুঁজে দিলে। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হ'বার যোগাড়। আবার জবর একটা ঘুষ পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা, ঠিক যেমন ঘুষখোরদের হ'য়ে থাকে। তাই নোটখানা আমি আমার গুপ্ত স্থানে এই এমনি করে' লুকিয়ে রাখলুম—যাতে কেউ কোনমতেই দেখতে না পায়। কিন্তু ঘুষ নেওয়ায় অনভ্যস্ত পিয়নের সর্ব্বশরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল বাড়ীর বাইরে তাকে ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লাল-পাগড়ীধারী পুলিশ।

ব্যাপার দেখে নকল-মানস আমার দিকে একপাত্র এগিয়ে

দিলে। এই দেখ! আমি তা' পান ক'রলাম। তারপরই চাই একটা সিগারেট। নকল ঠিকানায় নকল-মানস তাও আমাকে দিল। এবার আমার শরীরটা বেশ চাঙ্গা হ'য়ে এসেছে—এবার আমি নির্ভয়ে চলে যাচ্ছি।"

স্বপনের অভিনয় শেষ হইল। প্রকাশ বলিল—"সাবাস্ স্বপন বাবু! সাবাস্! আপনার প্রখর-বুদ্ধি আর সুদক্ষ-অভিনয় আপনাকে আপনার অভিষ্ট পূরনে সাহায্য ক'রবেই।" স্বপন খানিকটা সগর্ব্ব হাসি হাসিয়া একপাত্র গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "আমাদের অভিনয়ের মহড়া শেষ হ'ল। এবার থেকে সুরু হ'বে অভিনয়ের পালা। কিন্তু সাবধান! অভিনয় সফল না হ'লে কপালে শ্রীঘরে বসবাস অনিবার্য্য।"

শ্রীঘরের নাম শুনিতেই প্রকাশের বুকখানায় খানিকটা রক্ত যেন অতিদ্রুত বহিয়া গেল। মুখখানা যেন শুকাইয়া গেল—চোখের সামনে সব কিছুই যেন ক্ষণেকের জন্য অন্ধকার হইয়া গেল। প্রকাশের ক্ষণিকের এ দৌর্ব্বল্য স্বপনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না। তাই প্রকাশকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বপনকুমার হোঃ হোঃ করিয়া অতি ক্রুর-হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে প্রকাশের চমক ভাঙ্গিল।

প্রকাশ ওখান হইতে বিদায় লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দেশিত স্থানে আসিয়া দেখিল অমল তরুণীসহ ওইস্থানে প্রকাশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। উহারা তিনমূর্ত্তি একত্রিত হইবামাত্র সোল্লাসে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "থ্রি চিয়ার্স ফর্ পল্লীমঙ্গল সমিতি।"

ত্রয়োদশ

এ দুনিয়ায় যাহার অর্থ আছে সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই বাঘের দুগ্ধও সংগ্রহ করিতে পারে। স্বপনকুমার তাই তাহার মনবাসনা পূরণ করিতে সক্ষম হইল। প্রতিমাকে দেওয়া মানসের সমস্ত পত্রই এলাহাবাদে স্বপনের গোপন ব্যবস্থা মতে নকল প্রতিমার হস্তগত হইতে লাগিল। এদিকে প্রতিমার পত্রগুলিও নকল-মানস নকল-ঠিকানায় বসিয়া একের পর এক করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। ফলে, আসল-মানস ও প্রতিমা কেহই কাহার পত্র পাইতেছে না। উভয়ে উভয়ের পত্রাদি না পাওয়ায় সংবাদ বিনিময়ে বঞ্চিত হইতেছে।

অনেক পত্র দিয়াও মানসের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাওয়ায় প্রতিমা প্রথম প্রথম বিস্ময়াভিভূতা হইতে লাগিল। ক্রমে তাহা অভিমানে পরিণত হইল। তাহার পর এক আধ-খানি পত্র শুধু "কেমন আছ", "ভাল আছি" বলিয়া লিখিতে লাগিল প্রতিমা। তাহারও যখন কোন উত্তর আসিল না, তখন প্রতিমা মানসকে পত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ স্বামী তাহার জীবনের কোন পরিস্থিতিতে আসিলে চোখের আড়ালে যাইলেই স্ত্রীকে মনের আড়াল করিতে পারে! বহু চিন্তার পর সে সাব্যস্ত করিল যে তাহার স্বামী তাহার অনুপস্থিতিকালীন নিশ্চয়ই

অন্য কোন রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। নতুবা নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কেমন করিয়া এরূপ উদাসীন থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব? তাহা ছাড়া, প্রতিমার পিতার অসুখেও অন্ততঃ তাহার স্বামীর খানিকটা চিন্তিত হইবার কথা। মাঝে মাঝে প্রতিমা ভাবিয়াছে যে সে কলিকাতায় মানসের নিকট ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পিতার এই কঠিন অসুখে তাঁহাকে ফেলিয়া সে যাইবে কেমন করিয়া। আর তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেই বা কে। ডাক্তার বলিয়াছেন—সরোজবাবু যেন কোন বিষয়ে মোটেই চিন্তা না করেন। ব্লাডপ্রেসার রোগটী নাকি এমনই রোগ যে চিন্তাগ্রস্থ মস্তিষ্ককে সে পাইয়া বসে—ছাড়িতে চাহে না কোন মতেই। সুতরাং প্রতিমা এই গভীর সমস্যাটীর কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, নীরবে সব সহ্য করিয়া, জোর করিয়া মুখে বাহ্যিক হাসি কোনক্রমে বজায় রাখিয়া দিনাতিপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু নূতন জামাতার কোন পত্রাদি না আসার সংবাদ সরোজ পরিবারের কাহারও নিকট অধিক দিন গোপন রহিল না। মানসের এরূপ মৌন থাকিবার যথার্থ কারণ কি থাকিতে পারে সকলে মিলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে সময় অসময়ে তাহাই চিন্তা করিতে থাকেন। প্রতিমাকে তাহার এই মানসিক অশান্তি যে অনেকখানি কাহিল করিয়া তুলিয়াছে তাহা তাহার শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক

সময় প্রতিমাকে একাকিনী বিছানায় শুইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছেন তাহার ঠাকুমা-সুহাসিনী।

সুহাসিনী প্রতিমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছিস্ দিদি ?" প্রতিমা "না কিছু না," বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

সুহাসিনী। ওঃ—বুঝেছি! আচ্ছা—আমার বরের জন্যে তোর এত ভাবনা কেন বলত' ?

প্রতিমা। তার আগে তুমিই বল ঠাকুমা—এ ভাবনার বোঝা আমার মাথায় চাপালে কেন ? সে ভাল আছে ত' !

সুহাসিনী। ভাল আছে বইকি ভাই।

প্রতিমা। তবে সে চিঠি দিচ্ছে না কেন ? সে ত' এমন নয়! এতগুলো চিঠি দিলাম—তার কি একটা উত্তরও দিতে নেই! নিশ্চয় তার কোন অসুখ-বিসুখ হ'য়েছে। আমি কোলকাতা যা'ব—তোমরা আমাকে ওখানে পাঠিয়ে দাও ঠাকুমা ?

সুহাসিনী। অত ব্যস্ত হোস্‌নে দিদি! কাজের মানুষ—হয় ত' সময় ক'রে উঠতে পারে না—চিঠিও দিতে পারে না। তুই সব সময় তার জন্যে অত ভাবিস্‌নে প্রতিমা। এতে তা'র অমঙ্গল হ'তে পারে।

প্রতিমা। না না। তাহ'লে আর আমি ভা'বব না। ভগবান! না জেনে যে অপরাধ আমি ক'রেছি—তা' তুমি নিজ গুনে ক্ষমা কোরো। ওঁকে তুমি ভাল রেখ।

প্রতিমা গলায় আঁচল দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো মানসের ফটোখানির সামনে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে মিনতির সুরে বলিল, "ওগো! তুমি আমার অপরাধ নিওনা। শুধু তুমি ভাল থেকো—এর চেয়ে বেশী কাম্য আর আমার কিছু নেই।" ক্রন্দনরতা প্রতিমার দুইচক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সুহাসিনী। কাঁদিস্‌নে দিদি।

"কই না—এই দেখ ঠাকুমা—আর আমি কাঁদিনি—একটুও কাঁদিনি!" এই কথা বলিয়া প্রতিমা জোর করিয়া ঠোঁটের কোনে হাসি টানিয়া আনিল।

ঠাকুমা প্রতিমার হাসি-কান্নায় ভরা মুখের প্রতি সস্নেহে তাকাইয়া রহিলেন।

এদিকে মানসেরও প্রতিমার অবস্থা!

মানস ভাবে, কেন প্রতিমার পত্র সে পায় না! তবে কি প্রতিমা তাহাকে ভুলিয়া গেল! হয় ত' যাইতেও পারে। স্ত্রী-জাতি দুর্ব্বোধ্য। এ তাহার কথা নয়—জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন ওই কথা। তাহারা কখন্ কোন্ খেয়ালে থাকে—কখন্ কি করিয়া বসে', তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু—প্রতিমা! সে কেমন করিয়া মানসকে এমনিভাবে একেবারে ভুলিয়া গেল! প্রতিমা—যে প্রতিমা মানসকে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাইলে উতলা হইয়া উঠিত, সেই প্রতিমার এ কি হইল! তাহার পিতারই বা কি হইল! তিনিও ত' মাঝে মাঝে পত্র দিয়া খোঁজ খবর লইতে পারিতেন!

তবে কি প্রতিমা স্বপনকে ভুলিতে পারে নাই! এও কি সম্ভব! স্বপনকে ছাড়িয়া মানসের সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় সে সুখী হয় নাই! সেই জন্যই কি মহাঅভিমানে সে মাসনকে পত্র দিতেছে না! হয়ত' তাহাই হইবে। নতুবা—

মানস আর ভাবিতে পারে না! একবার সে ভাবিল এলাহাবাদ যাইয়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করিবে। কিন্তু "পল্লীমঙ্গল সমিতি", "দুঃস্থ মহিলা আশ্রম" সর্ব্বোপরি তাহার স্বর্গীয় পিতার প্রতিষ্ঠিত "আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও যে তাহার কোথাও নড়িবার উপায় নাই। সুতরাং এলাহাবাদ যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিবে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার কর্ত্তব্যই বা কি! টেলিগ্রাম করিয়াও যে প্রতিমাদের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই! মানস যখন বসিয়া বসিয়া প্রতিমার কথাই ভাবিতেছে তখন ভগিনী মীনা ঘরে প্রবেশ করিয়া মানসকে জিজ্ঞাসা করিল— "আজও কোন চিঠি আসেনি ?"

মানস। না। আজও আমি দুনিয়ার লোক চিন্‌তে পারলাম না দিদি! প্রতিমা যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রবে তা আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভা'বতে পারিনি।

মীনা। তুই তাকে কোন কড়া কথা লিখিস্‌নি ত' ?

মানস। না। ব্যথা পাবার মত কোন কথা কোনদিন তা'কে লিখেছি বলে আমার মনে হয় না।

মীনা। হয়ত' অসুখ-বিসুখ কিছু হয়ে থা'কবে।

মানস। তাই যদি হয়—তা'হলে সে খবরটাও কি আমার পাওয়া উচিত ছিল না দিদি? জ্ঞানত কারুর কোন দিন কোন অপকার করেছি ব'লে আমার মনে হয় না। মিথ্যে এ চিন্তার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যা'রা নিশ্চিন্ত আছে—তুমি কি ভাবছ দিদি জীবনে তারা কোনদিন সুখী হ'তে পারবে? কখনই না—কখনই—

মীনা। ছিঃ মানস! অমন কথা ব'লতে নেই। এতে প্রতিমার অমঙ্গল হ'তে পারে।

মানস। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক বলেছ দিদি! আমি বড় স্বার্থপর! কেবল নিজের দিক্‌টাই দেখছি—নিজের কথাই ভাবছি। সত্যিই ত'—তার নিজের অসুখও ত' হ'তে পারে! ভগবান! তা'কে তুমি ভাল রেখ'—তাকে তুমি সুখে রেখ'।

চতুর্দ্দশ

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন স্বপনের অভিনয় বেশ ভালই চলিতেছে। তাহার জালিয়াতি কাক-পক্ষীতেও টের পায় নাই। মানস-প্রতিমার দুইটী জীবনকে সে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাই ত' তাহার শেষ করণীয় নয়। এখন যে অনেক বাকী। শেষ-রক্ষা না করিতে পারিলে তাহার সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সে কারণ সে তাহার অভিনয়ের মোড় অন্য দিকে ফিরাইবার নিমিত্ত মানসের নাম দিয়া প্রতিমাকে একখানি টেলিগ্রাম করিয়া বসিল, "Manash seriously ill—Come sharp." পূর্ব্ব-ব্যবস্থা-মত এই টেলিগ্রামখানি আসল-প্রতিমার নিকট গিয়া পৌঁছিল।

তাহার পর স্বপন তাহার ড্রইংরুমে একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাজ-সজ্জা করিতে লাগিল ও আয়নায় নিজ প্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে অনেক কথাই বলিতে লাগিল। তাহার সাজ-সজ্জা দেখিলে মনে হয় এখনি সে কোথাও গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে।

স্বপন। এইবারই তোমার শেষ পরীক্ষা স্বপন! হয় উত্থান—না হয় পতন। পতন যদি হয়—আর উঠিবার আশা নাই। Now be ready স্বপন! তোমাকে এখনি এলাহাবাদ যেতে

হ'বে একটা মস্ত বড় অভিনয় ক'রতে। Well let me start. Good bye my sweet shadow!

স্বপন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গি সহকারে দর্পনে প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিবিম্বের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল ও আপন মনে বলিল, "এতক্ষণ নিশ্চয়ই টেলিগ্রামটী প্রতিমার হাতে পৌঁচেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে প্রতিমা যখন কোলকাতায় ফে'রবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে ঠিক্ সেই সময় আমার হ'বে ওখানে আবির্ভাব। তারপর সুরু হ'বে আমার আর এক নতুন দৃশ্যের নতুন অভিনয়। অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ আজ আমার প্রথম নয়। সুতরাং এ অভিনয়-শেষে মনবাসনা পূরণ আমার হ'বেই হ'বে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার আগে সে একবার Drinking টেবিলটার কাছে যাইতে ভুলিল না। ওখানে যাইয়া এক গ্লাস মদ্য ঢালিয়া লইয়া গ্লাসটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "For God's sake—hold your tongue and let me love—হাঃ হাঃ হাঃ।"

স্বপনকুমার এক চুমুকে গ্লাসটী নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া একটী গোল্ড ফ্লেক্ সিগারেট্ ধরাইল ও বাটীর বাহির হইয়া তাহার প্রাইভেট্‌কারে উঠিয়া বসিয়া ড্রাইভারকে বলিল— "ষ্টেশন"।

রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

স্বপনকুমার গাড়ীতে উঠিয়াই চিন্তা করিতে লাগিল তাহার পরবর্ত্তী অভিনয়াংশটুকুর কথা। এইবারই ত' তাহার চরম অভিনয়, যে অভিনয়ের শেষেই হইবে তাহার জীবনের এক বিশেষ নাটকের যবনিকাপাত। সাবধান স্বপন! দেখিও যেন শেষ-বাজী মাৎ করিতে যাইয়া ঘোড়া কাৎ হইয়া না যায়। কাৎ হইলেই সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তাহাকে একেবারে শ্রীঘরে যাইতে হইবে। দ্বীপ চালানেও হয় ত' যাইতে হইতে পারে।

না।· বাজী সে মাৎ করিবেই করিবে। দৃশ্যের পর দৃশ্য-গুলির অভিনয়ে যখন সে একটুও ভুল করে নাই, তখন যবনিকার পূর্ব্বের শেষ দৃশ্যটি যত কঠিনই হউক না কেন সে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই অভিনয় করিবে। প্রতিমাকে তাহার চাই-ই। যেমন করিয়াই হউক প্রতিমাকে সে লাভ করিবেই করিবে। নতুবা তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে—তাহার প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়া যাইবে—তাহার প্রতি-শোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা এ জীবনের মত অপূর্ণ রহিয়া যাইবে।

মনে মনে ওই সব চিন্তা করিতে' করিতে কখন যে সে ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে—কখন যে সে টিকেট কাটিয়া ট্রেণে চাপিয়াছে—কখন যে ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া হু-হু শব্দে কত শত নদ-নদী, বন-উপবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া এলাহাবাদ অভিমুখে ছুটিয়া চলিতেছে তাহা তাহার খেয়ালই নাই!

হ্যাঁ! তাহার পর? তাহার পর সে কি করিবে? স্বপন

ভাবিতেছে প্রতিমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া তাহার পর সে কি করিবে! ভবিষ্যতে কি করিবে তাহা সে ভবিষ্যতেই চিন্তা করিয়া দেখিবে। আপাততঃ স্বপনকুমার প্রতিমাকে লইয়া আসিয়া তাহার জন্য যে বাড়ীটা ভাড়া লওয়া হইয়াছে উপস্থিত সে উহাকে আনিয়া ওইখানেই তুলিবে। কিন্তু কথা হইতেছে, এলাহাবাদ পৌঁছাইয়া তাহাকে কোনক্রমেই সাহস হারাইলে চলিবে না। অতি সাবধান ও সংযত হইয়া, অতি ধীরে ধীরে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে—

স্বপনের ড্রাইভার এলাহাবাদে নকল-প্রতিমাকে টেলিগ্রাম যোগে জানাইয়া দিল—"Swapan Started for Protima. Do the needful." তাহার পর পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রধান গোয়েন্দা নবীনকেও ঐ সংবাদটী না দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ড্রাইভারের মারফৎ সংবাদটী সংগ্রহ করিয়া নবীন যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিল বটে কিন্তু বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখিল।

পঞ্চদশ

টেলিগ্রামটী স্বপনকুমার এলাহাবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রতিমার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। তার আসিয়া সরোজ-বাবুর বাটীর সকলেরই মুখে কালো ছায়াপাত করিয়াছে। বাটীর মধ্যে কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব সর্ব্বদাই বিরাজমান। সকলেই যেন একটা অনাগত দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে।

টেলিগ্রামে খবর আসিয়াছে মানসের জীবন সংশয় পীড়া। টেলিগ্রাম করিবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত বাছা মানসকুমার কেমন রহিল তাঁহারই চিন্তায় সকলে চিন্তান্বিত। মাতা-শিবানী মানসের মঙ্গল কামনায় ঠাকুরের নিকট মানত করিলেন—সরোজবাবু কন্যার অকাল-দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। ঠাকুমা-সুহাসিনী সকলকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া নিজেই অশান্ত নয়নের অশ্রু মুছিলেন। প্রতিমা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নিজ দুর্ভাগ্যকে শত ধিক্কার দিয়া স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তে নিজের অনুপস্থিতি-কল্পনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

প্রতিমা কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কেমন করিয়া কাহার সহিত কলিকাতা যাত্রা

করিবে! পিতা সরোজবাবুর ত' উত্থানশক্তি রহিত। কে তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবে! অথচ মানসের এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে কেমন করিয়া সে এলাহাবাদে স্থির থাকিবে?

সরোজ বাবু বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছেন ভগবান তাহাকে এ কি সমস্যায় ফেলিলেন!

এহেন সময়ে ভৃত্যের পিছু পিছু শ্রীমান স্বপনকুমার সরোজ-বাবুর সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বপনকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সরোজবাবুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাই তিনি কোনপ্রকারে আপন কুনুইয়ে ভর দিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া স্বপনকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই স্বপন সরোজবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "মানসের বড় অসুখ। ডাক্তাররা খুব ভয় পাচ্ছেন।"

স্বপনের আগমনবার্ত্তা বাটির মধ্যে পৌঁছাইতেই শিবানী ও প্রতিমা দ্বারদেশে অন্তরালে আসিয়া হাজির হইয়াছে! ঠাকুমা-সুহাসিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হতবাক্ হইয়া স্বপনের কথা শুনিতেছেন। মানসের জীবনের আশঙ্কার কথা শুনিয়া সকলেই ভাঙিয়া পড়িলেন।

স্বপন। মানসের নিকট-আত্মীয় বল্‌তে এমন কেউ নেই—আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার সঙ্গেই তার সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা। তাই তার অনুরোধটুকু এড়াতে না পেরে, আমাকেই আস্‌তে হ'ল প্রতিমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। মানস যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে তা' নিশ্চয়ই আপনারা পেয়েছেন?

সরোজ। হ্যাঁ। টেলিগ্রাম পেয়েছি। কিন্তু—তুমিই নিয়ে যা'বে প্রতিমাকে ?

স্বপন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই প্রতিমাকে নিয়ে যা'ব। অবশ্য আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।

সরোজ। না না—এ সময় আর আপত্তি কি থাকতে পারে। তবে—

অন্তরাল হইতে প্রতিমা ছুটিয়া আসিয়া পিতার পা'দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"আমি এখনি যা'ব বাবা! তুমি অমত কোর না। আমাকে যেতে দাও—তোমার দু'টী পায়ে পড়ি বাবা!" প্রতিমা আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলেরই চক্ষে জল আসিল। কেবল কঠিন-প্রাণ স্বপনকুমার বৃষ-কাষ্ঠটীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সরোজ। না মা। অমত করব কেন। কিন্তু—আচ্ছা—না না—একটু ভেবে দেখি—

প্রতিমা। বাবা—

সরোজ। ছিঃ মা! অত অধীর হ'লে কি চলে। যাও মামী। স্বপনের জলযোগের একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও—

স্বপন। না দিদিমা। ওসব ব্যবস্থা কিছু করতে হ'বে না। এই ট্রেণেই যে আমাকে ফিরতে হ'বে। দেরী ত' ক'রতে পা'রব না। মানস যে প্রতিমাকে দেখবার জন্যে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

প্রতিমা। বাবা—

সরোজ। হ্যাঁ মা যাবে বৈকি। তোমার স্বামীর অসুখ, তোমাকে যেতে হ'বে বৈকি। মামী তাহ'লে এক কাজ কর—তুমিও প্রতিমার সঙ্গে যাও।

স্বপন। তাহ'লে আপনারা দু'জনে একটু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন্—আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী ডেকে আনি। ডাউন ট্রেণের আর বেশী দেরী নেই। স্বপনকুমার আর কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া গাড়ী ডাকিবার উদ্দেশ্যে হাত ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরোজ। যাও মামী—যাও প্রতিমা—তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে নাও। কোল্‌কাতা পৌঁছেই আমাকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে জানাবে মানস কেমন রইল।

কিছুক্ষণ মধ্যেই স্বপনকুমার গাড়ী লইয়া আসিল। ঠাকুমা-সুহাসিনী প্রতিমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। শিবানী উহাদের বিদায় দিয়া চিন্তান্বিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল। স্বপনকুমার সুহাসিনী ও প্রতিমাকে মহিলা-গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া দুর্গা-নাম, মধুসূদন-নাম জপ করিতে লাগিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

এলাহাবাদে অবস্থিত—পল্লীমঙ্গল সমিতির মহিলা গোয়েন্দা "নকল-প্রতিমা" কলিকাতায় নবীনকে তার করিল—"Swapan Started for Calcutta with Protima and Dedema.

ষোড়শ

কলিকাতার এক প্রান্তে রামকমলের বাসা বাটী।

রবিবার—সন্ধ্যা।

নীলিমা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল ও তৎপরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী রামকমলকে অতি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিল। ইহা দেখিয়া রামকমল হাসিয়া বলিল—

"এসব আবার কি কাণ্ড নীলিমা?"

নীলিমা। বয়েস ত' অনেক হ'ল—প্রায় বুড়ি হ'তে চল্লুম। তাই একটু পরকালের কাজ কর্‌ছি। "পতি পরম গুরু" কিনা।

রামকমল। কিন্তু তোমরা না কলেজে পড়া মেয়ে? তোমাদের কাছেইত শুনেছি "পতি পরম গরু"।

নীলিমা। "গরু"—"গুরু"—বিচারের ভার ভগবান তোমার ঘাড়েও চাপান্‌নি আর আমার ঘাড়েও চাপান্‌নি। সুতরাং ওসব বাজে কথা নিয়ে মিথ্যে মাথা এখন না ঘামালেও চল্‌বে। যাক্ 'পরশু ত' খোকনের অন্নপ্রাশন। অফিসে দু' দিনের ছুটি নিয়েছ ত'?

রামকমল। তিনদিনের জন্যে দরখাস্ত করেছিলুম্, দু'দিন মঞ্জুর হয়েছে।

নীলিমা। ব্যাস, ব্যাস! তাহ'লেই হ'বে। তুমি বোস—আমি আস্‌ছি।

নীলিমা কি যেন্ কি কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নীলিমাকে উদ্দেশ করিয়া রামকমল বলিল,—"আরে! সব সময়ই বলে, তুমি বোস আমি আস্‌ছি।" নির্ঘাৎ ওকে পেত্নীতে পেয়েছে। না না ভাল কথা নয়—দেখ্‌তে হ'ল।"

রামকমল হস্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীলিমাকে অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পর অন্তরাল হইতে উভয়ের মিলিত উচ্চ-হাস্য শোনা যাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই রামকমল কাগজ-কলম লইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া কি যেন কি লিখিতে বসিল। তৎপরে "নীলিমা, নীলিমা" বলিয়া ডাকিতেই নীলিমা আসিয়া রামকমলের পাশে উপবেশন করিল।

রামকমল বাজারের ফর্দ্দটী নীলিমার হাতে দিয়া বলিল—

"দেখ ত' নীলিমা! বাজারের ফর্দ্দটা ঠিক্ হ'য়েছে কিনা?"

নীলিমা ফর্দ্দটীতে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল—"ঠিক্‌ই হয়েছে, তবে মাছ আর একটু বাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। অন্তত একশ' লোকের খাবার আয়োজন ত' ক'রতে হ'বে। হ্যাঁ ভাল কথা—সকলকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়ে গেছে ত'?"

রামকমল। দু'-পাঁচজন ছাড়া সকলকেই বলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু তোমার বান্ধবী প্রতিমাকে ত' নিমন্ত্রণ করা হ'ল না। আর নিমন্ত্রণ করেই বা কি হ'বে—তিনি ত' আর এলাহাবাদ

থেকে তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনে লুচি-মোণ্ডা খেতে আস্‌বেন না?

নীলিমা। প্রতিমা না হয় আস্‌তে পার্‌বে না—কিন্তু তা'র বরটীকে ত' বল্‌তে হ'বে? সে ত' আর এলাহাবাদ যায় নি!

রামকমল। তিনি যখন এলাহাবাদ যান্‌নি' তখন তাঁকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে। কিন্তু তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না বলেই প্রথম জবাব দিয়েছিলেন। পরে যখন বল্‌লাম তিনি না এলে তুমি অত্যন্ত দুঃখিতা হ'বে, তখন তিনি আস্‌তে রাজী হ'লেন। কিন্তু—

নীলিমা। কিন্তু আবার কি?

রামকমল। আমি ভাবছি মানসবাবু আমার কথায় রাজী না হ'য়ে তোমার দোহাই দিতেই যখন রাজী হ'য়ে পড়লেন, তখন ভাব্‌ছি—

নীলিমা। কি ভাব্‌ছ?

রামকমল। ভাব্‌ছি অতীতের কথা! অর্থাৎ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বার আগের কথা।

নীলিমা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বার আগে আবার কি হ'ল?

রামকমল। কি আবার হ'বে হয় ত' বা একটু প্রেম—একটু ভালবাসা—

নীলিমা! কি! যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! তুমি কি

বল্‌তে চাও তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার আগে মানসবাবুর সঙ্গে আমার—

রামকমল। মানসবাবুর সঙ্গে তোমার কি ?

নীলিমা। যাও—আমি জানি না ! যত সব অনাছিষ্টি কথা !

রামকমল ! অনাছিষ্টি কথাটা কি বল্‌লাম শুনি ? তুমি কি বল্‌তে চাও বিয়ের আগে তুমি ভালবাসনি ?

নীনিমা। বেসেছিলাম ত'। কিন্তু সেটা কা'কে ? মানস-বাবুকে নাকি ?

রামকমল। তবে কা'কে ?

নীলিমা। তোমাকে—প্রভু—তোমাকে।

রামকমল। আমিও ত' এতক্ষণ তাই বল্‌ছিলুম।

নীলিমা। ও হরি ! আমি ভেবেছিলাম—

রামকমল। তুমি ভেবেছিলে যে আমি বল্‌ছি মানসবাবু তোমার প্রেমে পড়েছিলেন ?

নীলিমা। হ্যাঁ। . আমি ভেবেছিলাম ঠিক্ তাই।

রামকমল। আরে রাম্ বল—তোমার মত সতীর কখন ওরকম দুর্ম্মতি হ'তে পারে !

নীলিমা। তুমি ঠিক্ বলেছ—আমার মত সতীর কখন ওরকম দুর্ম্মতি হ'তে পারে ! কিন্তু আমি ভাব্‌ছি—

রামকমল। এর মধ্যে আবার ভাব্‌বার কি আছে ?

নীলিমা। একটু আছে বইকি !

রামকমল। তবে বলেই ফেল কি ভাবছ?

নীলিমা। ভাবছি—আমার মত সতীর ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত জুট্‌ল কিনা তোমার মত পতি! হায়রে আমার অদৃষ্ট! এর জন্যেই কি এতকাল শিবপূজো ক'রে ম'রেছি!

রামকমল। তা' মরেইছ যখন তখন ত' বাঁচবার আর কোন আশা নেই নীলিমা! দুঃখ ক'রে লাভ নেই! সুতরাং—পেত্নী হ'য়ে আমার ঘাড়ে চেপে যতদিন পার নেত্য করে নাও। হাত-পা ভেঙে গেলে বোলো—একটু পদ সেবা ক'রে পরকালে সতীর পতি হ'বার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রে নেব।

নীলিমা। আচ্ছা, সৌভাগ্য অর্জ্জন পরে হ'বে অখন। এখন উপস্থিত খোকার অন্নপ্রাশনের বাজার-হাটগুলো সেরে ফেল' দেখি!

রামকমল। তা' না হয় যাচ্ছি। কিন্তু তোমার চিন্তার উপশম হয়েছে ত'?

নীলিমা। চিন্তা ত' আমার একটা নয়! কোন্ চিন্তার উপশমের কথা জান্‌তে চাইছ' শুনি?

রামকমল। মানসবাবুর চিন্তা।

নীলিমা। তাঁ'কে যখন নেমন্তন্ন ক'রেছ এবং তিনি যখন আস্‌তে রাজী হয়েছেন তখন উপস্থিত তাঁর সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা আমার নেই।

রামকমল। যাক্! আমাকে বড়ই নিশ্চিন্ত কর্‌লে নীলিমা! উপস্থিত এক কাপ চা খাইয়ে বিদেয় কর দেখি!

নীলিমা। যথা আজ্ঞা প্রভু!

নীলিমা চা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রামকমল তাহার শিশু-পুত্রটীকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল।

সপ্তদশ

স্বপনকুমার দিদিমা-সুহাসিনী ও প্রতিমাকে লইয়া যথা-সময়ে কলিকাতায় পৌঁছাইল। স্বপন উহাদের লইয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থামত বাসাবাটীতে তুলিল। দিদিমা-সুহাসিনী ও প্রতিমা বাটীতে পদার্পণ করিয়াই মানসকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ওইস্থানে মানসকে দেখিতে না পাইয়া সুহাসিনী বলিলেন—"হাঁরে স্বপন! মানস কই? তাকে ত' দেখ্ছি না? এ তুই আমাদের কোথায় নিয়ে এলি?"

স্বপন। মানে—মানস ত' এ বাড়ীতে নেই—অন্য বাড়ীতে—মানে হাঁসপাতালে আছে। তাই—মানে—

স্বপনকুমার যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। সে অকারণে মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দিদিমা-সুহাসিনী আবার বলিলেন—"তাহ'লে তুই আমাদের এখানে নিয়ে এলি কেন? আমাদের হাঁসপাতালেই নিয়ে চ' স্বপন?"

স্বপন। ও! আচ্ছা! যাচ্ছি—যাচ্ছি! প্রতিমা তুমি এক কাজ কর ত'—ওই কুঁজোটায় ঠাণ্ডা জল আছে। আমাকে এক গ্লাস জল দাও ত'—বড় জল পিপাসা পেয়েছে।

সুহাসিনী। দেখ্, স্বপন! তোর গতিক বেশ ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না! ভাল চাস্ ত' এখুনি আমাদের মানসের কাছে নিয়ে চ'। ত' না হ'লে—

স্বপন। যাচ্ছি দিদিমা—যাচ্ছি—এই এখুনি যাচ্ছি। আচ্ছা আমি—আমি ততক্ষণ চট্ ক'রে একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসি।

স্বপনকুমার নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্থ মনে করিয়া গাড়ী ডাকিবার অছিলায় তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রতিমা ভীতি-বিহ্বল-নেত্রে ঠাকুমা-সুহাসিনীর প্রতি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিল, "ঠাকুমা—"

সুহাসিনী। কি দিদি?

প্রতিমা। এ আবার কি বিপদে প'ড়লাম ঠাকুমা!

সুহাসিনী। বিপদ্ আবার কিসের ভাই!

উভয়ের কথপোকথনে ব্যাঘাত হানিয়া একজন ডাক-পিয়ন হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "চিঠি আছে" বলিয়া একখানি খাম ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সম্ভবতঃ যথা-পূর্ব্ব একখানি একশ' টাকার নোট লইবার জন্য। কিন্তু প্রতিমাকে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া খামখানি কুড়াইয়া লইয়া পত্রখানি পড়িতে দেখিয়া পিয়নটী ঘাবড়াইয়া যাইল ও সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সে শ্রীমান স্বপনকুমার ব্যতীত অন্য কাহাকেও ওই বাটীতে দেখে নাই।

প্রতিমা পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। পত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। অতি সত্বর পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রতিমা নিজ জামার মধ্যে উহা

লুকাইয়া রাখিয়া ঠাকুমা-সুহাসিনীকে বলিল, "ঠাকুমা! আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, সব জাল-জোচ্চুরী আমি ধরে' ফেলেছি। আর নয়—স্বপনবাবু ফিরে আ'সবার আগেই আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যেতে হ'বে!

সুহাসিনী। কোথায়?

প্রতিমা। রাস্তায়।

সুহাসিনী। তারপর

প্রতিমা। তারপর?—তারপর ত' জানি না! তবে এ শয়তানের ঘরে আর নয়। আর ত' দেরী করা যায় না ঠাকুমা! এখুনি সেই শয়তান আবার একটা কি নতুন মতলব এঁটে এসে হাজির হ'বে। দেরী কোরনা—চলে এস ঠাকুমা—চলে এস—

প্রতিমা ঠাকুমার হাত ধরিয়া একরকম প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া বাড়ী হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং সভয়ে রাস্তায় এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

অনেক রাস্তা অতিক্রম করিয়া, অনেক পথ পিছনে ফেলিয়া প্রতিমা ও ঠাকুমা-সুহাসিনী ক্রমাগত আগাইয়া চলিল। এপথে প্রতিমা কোনদিন আসে নাই। এ পথ তাহার অপরিচিত! এভাবে কোথায় যাইবে, আর কতদূর চলিতে হইবে, কিছুই তাহাদের জানা নাই। কেবল জানা আছে স্বপনের কাছ হইতে তাহাদের দূরে—বহুদূরে থাকিতে হইবে।

সুহাসিনী। আর কতদূর যা'ব দিদি ?

প্রতিমা। তাত' জানি না ঠাকুমা!

সুহাসিনী। মানসের ঠিকানা ত' তোর জানা আছে? চল্‌না ভাই—মানসের বাড়ীতে।

প্রতিমা। তাইত' চলেছি ঠাকুমা। কিন্তু এখন আমরা কোলকাতার কোন জায়গায়—তাত' ঠিক বু'ঝতে পারছি না! তা'ছাড়া—আমাদের গন্তব্য-স্থানটা যে কোন পথে গেলে পাওয়া যাবে, তাও ত' ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কি বিপদেই পড়েছি বলত' ঠাকুমা!

সুহাসিনী। সকল বিপদের সহায় সেই ভগবানকে স্মরণ ক'রতে ক'রতে পথ চলেছি প্রতিমা! ভগবানই আমাদের সব বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবেন।

কে যেন প্রতিমার নাম ধরিয়া ডাকিল! এখানে প্রতিমার নাম ধরিয়া, সুহাসিনী-ঠাকুমার নাম ধরিয়া কে ডাকে! স্বপনের আবার নূতন কোন কৌশল নয় ত'!

ঐ—আবার! "প্রতিমা"—"প্রতিমা" বলিয়া বার বার উহাদের পিছু হইতে ডাকিতেছে কে! উহাদের চলে-যাওয়া পথের মাঝে বারে বারে পিছু ডাকে কে! প্রতিমা ভাবে—বারে বারে পিছু ডাকে—কে?

অতি ভয়ে-ভয়ে পিছন ফিরিয়া চাহিল প্রতিমা। দূরের ঐ বাড়ীটার খোলা জানালার গরাদ দুইটী ধরিয়া কে এক রমণী হাত ছানি দিয়া উহাদের ডাকিতেছে! কে ওই রমণী!

সে যেন পরিচিতা! কিন্তু কই—আর ত' তাহাকে দেখা যাইতেছে না! না—আর ওখানে উহাদের দাঁড়াইয়া থাকা মোটেই সমীচীন নহে! নিশ্চয়ই স্বপনকুমারের এ আবার এক নূতন অভিনয়!

প্রতিমা ও ঠাকুমা পুনরায় চলিতে লাগিল।

পিছনে কাহার যেন ছুটিয়া আসার পদশব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ঠাকুমা-সুহাসিনী ও প্রতিমা উহা শুনিয়া ভয়ে কণ্টকিত হইয়া ক্রমশঃ দ্রুত চলিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কে ওই রমণী—আলুথালু বেশে ছুটিয়া উহাদের অনুসরণ করিতেছে! প্রতিমা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল এক রমণী যেন উহাদের ধরিবার নিমিত্তই ছুটিয়া আসিতেছে। সে যেন উহাদের পরিচিতা!

প্রতিমা ও ঠাকুমা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হ্যাঁ—রমণী পরিচিতাইত' বটে! সে যে প্রতিমার সহচারিনী নীলিমা!

নীলিমাকে চিনিতে পারিয়া প্রতিমার শুষ্ক মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। তাহার প্রতি স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিমা দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণে নীলিমা উহাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। নীলিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিমার নিকটে আসিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে উহাদের উভয়কে একবার দেখিয়া লইয়া কিছুক্ষণ পর দম লইয়া বলিল—"যাক্! আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি দেখছি! প্রতিমাকে জানালার ফাঁক দিয়ে ঠিকই চিন্‌তে পেরেছি! কিন্তু তোমরা দু'টীতে এভাবে

হেঁটে হেঁটে চলেছ কোথায়? তোমাদের চেহারার এ দশাই বা কেন আর এলাহাবাদ থেকে ফিরলেই বা সব কবে?"

এ হেন দুর্ভাগ্যের দারুণ পরিহাসের মধ্যে নীলিমাকে পাইয়া ঠাকুমা-সুহাসিনী ও প্রতিমা যেন অকূলে কূল পাইল। তাহাদের উভয়ের দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। আনন্দে সর্ব্ব শরীরে শিহরণ জাগিল—কেবল শুষ্ক অধরে বাক্য স্ফুরিত হইল না।

নীলিমা, প্রতিমা ও ঠাকুমা-সুহাসিনীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে বলিল—"সব পরে শু'নব। এখন চল, আমাদের বাড়ীতে চল।"

নীলিমা উহাদের নিজ বাটীতে লইয়া আসিল। প্রতিমা কিছু বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে লুক্কায়িত খামখানি বাহির করিয়া নীলিমায় হস্তে প্রদান করিল। ওই সঙ্গে এলাহাবাদে পাওয়া টেলিগ্রামখানিও নীলিমার হস্তে প্রদান করিল।

নীলিমা টেলিগ্রামখানি পড়িয়া ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া হয়ত' বা মনে মনে বলিল, "মানসবাবুর অসুখ ত' করে নাই! তিনি ত' শয্যাগত নহেন! তাহা যদি হইবে তাহা হইলে তিনি আগামী কল্য খোকার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন কি করিয়া? যাহা হউক্—মানসবাবুর কোন সংবাদই সে এখন প্রতিমাকে দিবে না। মানসবাবু নিমন্ত্রণে আসিলে, সে মানস-প্রতিমার মিলন ঘটাইয়া একেবারে "হরগৌরী-মিলন" দৃশ্যের সৃষ্টি করিবে।"

মনে মনে এই সব স্থির করিয়া সে বলিল—"না—মানসবাবু অসুস্থ নয় প্রতিমা। তবে তিনি কয়েক দিনের জন্যে কোলকাতার বাইরে গেছেন—দু'চার দিনের মধ্যেই ফির্‌বেন। তুই অত উতলা হ'সনে প্রতিমা—আমি তোকে মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবই দেব।"

নীলিমা প্রতিমার খামখানি পুনরায় গভীর মনযোগ সহকারে পড়িয়া ও স্বপনকুমারের এলাহাবাদ যাওয়া ও উহাদের কৌশলে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া গাড়ী ডাকিবার অছিলায় বাটী হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি কাহিনী প্রতিমার মুখে শুনিয়া আপন মনেই বলিয়া চলিল—"হুঁ—স্বপনবাবুর বুদ্ধি আছে দেখছি! কিন্তু নিজের জালেই নিজে জড়িয়েছে! এর পরিণাম ত' বিশেষ সুবিধে হ'বে বলে মনে হয় না! শেষ পর্য্যন্ত শ্রীঘরেই বোধ হয় যেতে হ'বে তাঁকে!"

প্রতিমা। তোর দু'টী পায়ে পড়ি নীলিমা—আমাকে তুই ওঁর কাছে আগে পৌঁছে দে ভাই।

নীলিমা। বলেছি যখন শুভদৃষ্টি আবার হ'বে, তখন হবেই—আর তা আমারই দ্বারা। অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? বললুম না! তিনি দু'চার দিনের জন্যে বাইরে গেছেন, এখন কোলকাতায় নেই? কাল বাদ পরশু কোলকাতায় এলেই আমি আগে তোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

প্রতিমা। প—র—শু ফি'রবেন!

নীলিমা। হ্যাঁ—তা কি হয়েছে?

প্রতিমা। নীলিমা! অতদিন আমি বাঁচব ত'?

নীলিমা। সেটা ভাই সম্পূর্ণ তোমার হাত। এতদিন কষ্ট ক'রে বেঁচে এলে, আর আজ যদি হঠাৎ—

প্রতিমা। তুই ঠাট্টা করছিস্ নীলিমা! আমার যে কি মনের অবস্থা—তা' তুই কি বুঝ্ বি বল!

প্রতিমা আর কিছু না বলিতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু-বর্ষণ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নীলিমার অন্তরে আঘাত লাগিল। সে বলিল—"না ভাই ঠাট্টা ক'রব কেন! চুপ্ কর্ প্রতিমা—কাঁদিসনে। যা'র যা' বরাতে আছে তাত' তাকে ভোগ ক'রতেই হ'বে ভাই! জানিস্ ত'—"নিয়তি কেন বাধ্যতে!" আচ্ছা তুই একটু এখানে বোস্ আমি এখনি আসছি।"

নীলিমা প্রতিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রামকমলের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকমলকে খামখানি ও টেলিগ্রামখানি দেখাইয়া ও প্রতিমার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহা আদ্যপ্রান্ত শুনাইয়া অনুরোধের সুরে বলিল,—"এই খামখানা থানায় জমা দিয়ে স্বপনবাবুর নামে আগে একটা ডাইরি ক'রে এস। তারপর প্রতিমার বাবা সরোজবাবুকে একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে দাও। লিখে দাও, তাঁরা টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র অন্ততঃ ঠাকুর-চাকরের সাহায্য নিয়েও যেন অবিলম্বে এখানে চ'লে আসেন —বুঝলে? যাও—দেরী কোরনা—লক্ষ্মীটী!"

রামকমল। দেরী আমি ক'রব না—কিন্তু তুমিই বড্ড দেরী ক'রে ফেল্‌ছ! ওদিকে আবার বলে এসেছ, "একটু বোস্ আমি এখনি আসছি।" নির্ঘাৎ তোমায় পেত্নীতে পেয়েছে!

নীলিমা। আচ্ছা! খুব হ'য়েছে—যাও। আর বেশী বক্‌বক্ ক'রলে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে।

রামকমল। মাথা আমার খারাপ হ'বে না। কিন্তু রাত-পোহালে কাল যে ছেলেটার অন্নপ্রাশন! সেদিকটা একটু নজর রা'খলে ভাল হয় না কি?

নীলিমা। নজর আমার যথেষ্ট আছে। এখন তুমি ওঠ দেখি!

রামকমল। তোমার সব নজরটাই পড়েছে আমার ওপর তা আমি বেশ বুঝতে পারছি! নইলে তোমার ওই বান্ধবীটাকে কি তোমার সতীন বানাতে আমার এত দেরী হয়!

নীলিমা। কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ইস্! উনি আমারই যুগ্যি নন্ ত' আমার বান্ধবীর!

রামকমল। আচ্ছা দেখিয়ে দেব কে'কা'র যুগ্যি! উপস্থিত তুমি বোস আমি আসছি।

নীলিমা। মহাপ্রভু—তাই আসুন।

রামকমল উঠিয়া আল্‌না হইতে পাঞ্জাবিটা লইয়া গায়ে দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নীলিমার কথা মত থানায় ডাইরি ও সরোজবাবুকে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিবার নিমিত্ত

ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নীলিমাও রামকমলকে তখনকার মত বিদায় দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে, যেখানে প্রতিমাকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তথায় গমন করিল।

অষ্টাদশ

রামকমলের পুত্রের আজ অন্নপ্রাশন। বাড়ীতে লোক-জন গিস্-গিস্ করিতেছে। উঠানের একধারে উনানের উপর বড় কড়া চড়াইয়া কয়েকজন পাচক নানারকম রান্না করিতেছে। কয়েকজন ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোক তরকারী কুটিতে ব্যস্ত। কারণে-অকারণে তাহারা মহা ব্যস্তভাবে এ ওদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অল্প প্রয়োজনে হয়ত' বা অহেতুক চেঁচাইয়া গলাবাজি করিতেছে।

ঠাকুমা-সুহাসিনী কোন্ মাছটার কোন্খানটা বাদ দিয়া, কতখানি রাখিয়া, কতখানি কাটিলে কাজের বাটীতে কতখানি আয় দিবে, মেছুনীদের নিকটে বসিয়া বসিয়া তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন।

প্রতিমা নীলিমার খোকনটাকে কাজল পরাইয়া, কপালে কাজলের টিপ দিয়া তাহার অনাগত মাতৃত্ব-পিপাসার তৃপ্তি-সাধন করিতেছে—খোকনকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে। তাহার দুই গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কি যেন কি এক অতৃপ্ত-বাসনা-চিহ্ন তাহার চোখে মুখে ক্ষণিকের জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। নীলিমা অন্তরাল হইতে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘশ্বাস গোপন করিল।

এ হেন সময়ে মানস আসিয়া উপস্থিত হইল রামকমলের

বাড়ীতে। নীলিমা উপর হইতে মানসকুমারকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া আসিল এবং দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দ্বিতলের ঘরখানি দেখাইয়া দিয়া তথায় বসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

শ্রীমান মানসকুমার নীলিমা দেবীর অনুরোধে স্মিথ-হাস্যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু একি হইল! মানস স্বাভাবিকভাবে ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রতিমাকে দেখিতে পাইল।

মানস। একি! প্র—তি—মা—তুমি !!

প্রতিমা। তুমি—তুমি এসেছ!

মানস সানন্দে মহা আগ্রহ ভরে ঘরের মধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইল। প্রতিমাও অধীর আগ্রহে মানসের দিকে আগাইয়া আসিল।

কিন্তু হায়! একি হইল! প্রতিমার ক্রোড়ে শিশু কোথা হইতে আসিল! মানস ভাবিল—প্রতিমার শিশু কেমন করিয়া সম্ভব হইল! আজ রামকমলবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন—সে যে সেই হেতু তথায় নিমন্ত্রিত, একথা মানস একেবারেই ভুলিয়া গেল। প্রতিমার ক্রোড়স্থ শিশুটী যে প্রতিমারই গর্ভজাত সন্তান, এই বদ্ধমুল ধারণাই মানসের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া দিল।

ইতিপূর্ব্বে এলাহাবাদে প্রতিমাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তাহার চরিত্রে সময়ে সময়ে মনে মনে সন্ধিহান হইয়াছে

মানস। এখন তাই সে ইহাই স্থির করিয়া লইল যে, তাহার সে সন্দেহ মিথ্যা হয় নাই। যদি মিথ্যাই হইবে, তাহা হইলে প্রতিমার শিশু আসিল কোথা হইতে!

মানসের মস্তিষ্কে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে স্বপনকুমারের শয়তানি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। মানস আর তথায় স্থির থাকিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সে ঘর হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মানস অতি দ্রুত পলায়ন করিতেছে। তাহার মুখে কেবল একই কথা—"শিশু! শিশু! প্রতিমার শিশু!—শিশু!"

মানসকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নীলিমা পিছু হইতে বার বার ডাকিয়া বলিল—"ফিরুণ—মানসবাবু ফিরুণ—মানসবাবু—মানসবাবু ফিরুণ—

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রতিমা সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। সকলে প্রতিমার সেবায় নিযুক্ত হইল। নিমিষের মধ্যে একি অঘটন ঘটিয়া গেল!

মানসের কর্ণে কাহারও কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সে রাস্তা দিয়া অতি দ্রুত চলিয়াছে। তাহার মুখে ওই একই অর্থহীন বাণী, "শিশু—শিশু—প্রতিমার শিশু!"

হঠাৎ তাহার সম্মুখে পড়িল একদল পুলিশ পরিবেষ্টিত হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিধিত স্বপনকুমার। স্বপনকুমার, সম্মুখে মানসকে দেখিতে পাইয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "মানস—ভাই—আমাকে বাঁচা ভাই।"

মানস এ দৃশ্যে চমকিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, প্রতিমাকে ত্যাগ করিয়া আসার অপরাধে বুঝি বা পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। তাই সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, "না না আমি কিছু করিনি —আমি কিছু করিনি। আমাকে ধ'রবেন না পুলিশ সাহেব —আমাকে ধ'রবেন না।"

পুলিশের সঙ্গে রামকমলও আসিতেছিল। মানসের এরূপ চঞ্চলতা দেখিয়া তাহাকে বাধা দিয়া রামকমল বলিল—"আঃ —আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে মানসবাবু! কি সব পাগলের মত বক্‌ছেন? দেখছেন না—আপনার পা দু'টি জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে রয়েছে কে!"

মানস। ওঃ! এযে দেখ্‌ছি স্বপন! হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগাল কেন? চুরি করেছে নাকি?

রামকমল। হ্যাঁ—বৌ-চুরি।

স্বপন। আমাকে বাঁচা ভাই মানস! আমাকে বাঁচা। আমি তোর ক্রীতদাস হয়ে থা'কব। এমন কাজ জীবনে আর আমি করুন ক'রব না। ভাই মানস! এবারকার মত আমাকে রক্ষে কর ভাই।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর। স্বপনবাবু এখন যেন ঠিক ভিজে বেড়ালটি!

পুলিশ সাহেবের কথা শুনিয়া স্বপন ও মানস ব্যতীত সকলেই অট্ট-হাস্য করিয়া উঠিল। স্বপনকুমার আতঙ্কে

শিহরিত হইয়া উঠিল। সকলের মুখের প্রতি একবার নির্ব্বাক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মানস বলিল—

"ব্যাপার কি! আমি ত' কিছুই বুঝ্তে পারছিনা রামকমলবাবু?"

রামকমল। আগে সকলে আমার বাড়ীতে চলুন, তারপর সব বুঝিয়ে বলছি।

রামকমলবাবুর নির্দ্দেশমত সকলে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

ঊনবিংশ

রামকমলবাবুর বাটীর বাহিরের ঘরখানিতে আপাততঃ রাউণ্ড-টেবিল বসিল। মানসকুমার সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বপনকুমার তাহার এতবড় অনিষ্ট সাধন করিবে এ ধারণা যে তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! যাহা হউক—যেমন করিয়াই হউক—সে যে পুনরায় প্রতিমার সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহার জন্য মানসকুমার অলক্ষ্য দেবতাদের শতবার প্রণাম জানাইল।

পুলিশ সাহেবের আদেশে এলাহাবাদ হইতে ধৃত ছদ্ম-মানসকুমার ও তৎসহ নকল-প্রতিমাকে তথায় হাজির করা হইল। উহাদের সঙ্গে একটি বড় ষ্টিল-ট্রাঙ্ক ছিল। ওই ট্রাঙ্কটীতে মানসের প্রতিমার নামে লিখিত সমস্ত পত্র বোঝাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান স্বপনকুমারের বাসা বাটীতে খানা-তল্লাশি করিয়া মানসকুমারের নামে লিখিত প্রতিমা দেবীর যে সমস্ত পত্র স্বপনকুমার কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া যে বাক্সটি বোঝাই করিয়াছিল সেই বাক্সটিও তথায় হাজির করা হইল।

বাক্স দুইটি খুলিয়া ঘরের দুই স্থানে পত্রগুলি স্তূপাকার করিয়া ঢালিয়া রাখা হইল। তৎপরে পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত একজন কনষ্টবলসহ স্বপনকুমারের অপর একটি বাসাবাটী হইতে স্বপনের ব্রাহ্মমতে বিবাহিতা ও পরে পরিত্যক্তা স্ত্রী-রাণীকে ওই আদালতে লইয়া আসা হইল। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকেও

তথায় হাজির হইবার নিমিত্ত পুলিশসাহেব অনুরোধ করিলেন।

প্রতিমা দেবী তথায় উপস্থিত হইবার পর পুলিশের তদন্ত শুরু হইল। পুলিশ সাহেব দুই স্তূপ হইতে দুইখানি খাম তুলিয়া লইয়া একখানি প্রতিমাদেবী ও একখানি মানস-কুমারকে দিয়া বলিলেন—

"আপনারা দু'জনেই বলুন ওই দু'খানি চিঠি আপনাদের মধ্যে উভয়ে উভয়কে লিখেছিলেন কিনা?"

পুলিশ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মানস ও প্রতিমা উভয়েই সায় দিল।

পুলিশ সাহেব। আচ্ছা স্বপনবাবু। আপনি বলুন ত, আপনার বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ আমরা এনেছি তা' সর্ব্বতোভাবে সত্যি কিনা? সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলবার চেষ্টা আপনি ক'রবেন না স্বপনবাবু।

স্বপন। আমি স্বীকার ক'রছি, আপনারা যে চার্জ্জ আমার বিরুদ্ধে এনেছেন তা' একটুও মিথ্যে নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি জালিয়াৎ।

মানস। আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন পুলিশ সাহেব?

পুলিশ। বলুন?

মানস। স্বপনকুমার আমার বাল্য-সহচর। সে যখন তার সব অপরাধ স্বীকার করেছে তখন—

পুলিশ। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক—এইত' আপনার

বক্তব্য মানসবাবু? আপনি অত্যন্ত সদয় প্রকৃতির মানুষ। তাই আপনার বরাতে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটা ও ঘটান সম্ভব হ'য়েছে তা' আমি বেশ বু'ঝতে পারছি। কিন্তু বিনা বিচারে দোষীকে ছেড়ে দেওয়া ত' পুলিশের কর্ত্তব্য নয়।

স্বপন। মানস—ভাই—

পুলিশ। থামুন স্বপনবাবু! যার এতবড় সর্ব্বনাশ আপনি ক'রতে পেরেছেন, তাকে একান্ত দায়ে প'ড়ে ভাই বলে সম্বোধন ক'রতে আপনার লজ্জা করে না? যাক্—আপনার কথায় আমি রাজী হ'তে পারি মানসবাবু, যদি আপনি—

মানস। বলুন পুলিশ সাহেব—আমাকে কি ক'রতে হ'বে বলুন আপনি? স্বপনকে সৎপথে আন্‌বার বহু চেষ্টা আমি ক'রেছি। তাই আমার অনুরোধ, স্বপন যদি এখন থেকে ভাল হ'য়ে যায়—সে প্রতিশ্রুতি যদি স্বপন আমাকে দেয়—তাহ'লে, স্বপনের ভালর জন্যে, পুলিশ সাহেব, আপনি আমাকে যা' ব'লবেন আমি তাই ক'রতে প্রস্তুত। আমার চিরদিনের সাধনাকে আজ সফল হ'তে দিন পুলিশ সাহেব!

মানস জ্ঞানহীনের মত পুলিশসাহেবের দু'টী হাত গভীর আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া স্বপনকুমারকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার দুইগণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তর্দ্দশনে পুলিশসাহেব বলিলেন—

পুলিশ। দেখুন মানসবাবু! স্বপনবাবুকে ছেড়ে দেওয়া

না দেওয়ার হাত একমাত্র বিচারকের ওপরই ন্যস্ত। সুতরাং বিচারে যা ধার্য্য হ'বে, সেইটাই হ'বে স্বপনবাবুর চরম-প্রাপ্য। আমার ইচ্ছা, এ বিচারের ভার স্বয়ং প্রতিমা দেবীই গ্রহণ করেন।

মানস। ঠিক বলেছেন পুলিশসাহেব! প্রতিমা! তুমিই এর বিচার কর।

স্বপন। হ্যাঁ প্রতিমা দেবী! আপনিই আমার অপরাধের বিচার করুন। আপনার দেওয়া-শাস্তিই আমার উশৃঙ্খল জীবনে চির শান্তি এনে দেবে।

সকলেই একবাক্যে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইল। প্রতিমা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "আমি এ বিচারের ভার গ্রহণ ক'রতে পারি, কিন্তু আমার বিচারে যে শাস্তি আমি স্বপনবাবুকে দেব, সে শাস্তি আইন-সঙ্গত হোক্ বা না হোক্ কেউ তা'র রদ-বদল ক'রতে পারবেন না। সকলে বলুন আমাকে ওরূপ অধিকার দিতে কারুর কোন অমত আছে কিনা?" সকলকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, "মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্" ভাবিয়া প্রতিমা বলিল, "তা'হলে আমি আমার বিচারের রায় দান ক'রছি।"—প্রতিমাকে কিয়ৎকাল নীরবতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া সকলেই একবার প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কি যেন কি এক অনাগত ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রাপ্তির আশঙ্কায় স্বপনকুমারের হৃৎপিণ্ড বলিদানের পূর্ব্বে ছাগ শিশুটির ন্যায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঘরটির

মধ্যে গভীর নীরবতা—কি যেন কি এক থম্‌থমে ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সকলেই উৎসুক অন্তকরণে প্রতিমার বিচারের রায় শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলের মধ্যে অনেকেই এতখানি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সরোজবাবু ও শিবানী যে কখন আসিয়া ওই ঘরে আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা কেহই টের পায় নাই। কেবল স্বপনকুমার উহাদের আগমন টের পাইয়া লজ্জায় মাথাটা আরও খানিকটা নত করিয়াছিল। এই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অনেকক্ষণ পর নীলিমা বলিল, "প্রতিমা! যা বল্‌বি বলে ফেল্‌—স্বপনবাবু আর কতক্ষণ সন্দেহ-দোলায় দোল খাবেন বল্‌ দেখি?"

নীলিমার কথায় সকলে আবার একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া বসিল। প্রতিমা সুরু করিল—

"স্বপনবাবু! আপনি আমাদের উভয়ের দাম্পত্য-জীবনের মাঝখানে যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে আন্‌বার চেষ্টা করেছিলেন তা সত্যিই অতি গর্হিত। এহেন গর্হিত কাজের শাস্তি অতি ভয়ঙ্কর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমার দেওয়া শাস্তি আপনার জীবনে চির-শান্তিময় হয়ে উঠুক। আমার বিচারে আমি আপনাকে চির-মুক্তি প্রদান করছি মাত্র দু'টি সর্ত্তে। প্রথম সর্ত্ত—আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত পল্লীমঙ্গল সমিতির পরিচালনার সমস্ত ভার আপনাকে স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে পল্লীবাসীদের সকল দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবার কাজে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে

আত্মনিয়োগ ক'রতে হ'বে। বলুন এ সর্ত্তে আপনি রাজী আছেন কিনা? আপনার সম্মতি পেলে আমার দ্বিতীয় সর্ত্তটী আপনাকে জানিয়ে দেব।

স্বপন। প্রতিমা দেবী! সত্যিই আপনি দেবী! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, আজ থেকে আমি পল্লীমঙ্গল সমিতির পরিচালনার সমস্ত ভার গ্রহণ ক'রলাম। তবে আমাকে পরিচালনা ক'রবার ভার আমি অর্পণ ক'রলাম আমার একান্ত সুহৃদ শ্রীমানসকুমারের হাতে। বল ভাই মানস—আমার ভার তুমি নিলে কিনা?

মানস। নিলাম। এবার বল প্রতিমা তোমার দ্বিতীয় সর্ত্ত-কাহিনী?

প্রতিমা। হতভাগিনী রাণী!

আমার দ্বিতীয় সর্ত্তানুযায়ী স্বপনবাবু কি তাঁ'র ব্রাহ্মমতে পরিণীতা, পল্লীবাসিনী সরলা বালিকা রাণীকে তাঁ'র স্ত্রীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রতে সম্মত আছেন? তা' যদি থাকেন, তা'হলে এই বিচারালয়ে তিনি সকলের সামনে আসন ত্যাগ ক'রে উঠে গিয়ে রাণীর পাশে দাঁড়ান।

প্রতিমার কথা শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। শ্রীমান স্বপনকুমার রাণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা, রাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "রাণী! তুমি তোমার স্বামীর হাতের বাঁধন খুলে দাও।"

রাণী স্বপনকুমারের হাত হইতে হ্যাণ্ডকাপটী খুলিয়া দিবা-

মাত্র স্বপনকুমার রাণীর একটী হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উভয়ে প্রতিমার নিকট আগাইয়া আসিল। রাণী প্রতিমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমা তাহাকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বপনকুমার মানসের নিকট গিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। মানস, স্বপনকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল—"ভাই লজ্জা কি? ভগবান করুণ তুমি চির সুখী হও!"

নীলিমা ভাবিল তাহাকেও কিছু কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। তাই সে দুই জোড়া দম্পতী অর্থাৎ মানস-প্রতিমা ও স্বপন-রাণীকে সরোজবাবু ও শিবানীর নিকট ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "তোমরা সব আমার কাকাবাবু ও কাকীমাকে প্রণাম কর।"

মানস-প্রতিমা ও স্বপন-রাণী অর্থাৎ দুই জোড়া দম্পতি সরোজ-শিবানীকে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিসহকারে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা কাপড়ের মধ্য হইতে শঙ্খ বাহির করিয়া শুভ-মিলনে শঙ্খধ্বনি করিল।

সকলে যখন ওইসবে ব্যস্ত, পুলিশ সাহেব ও তাঁহার অনুচর বর্গ সেই সুযোগে আপন আপন পুলিশের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়া লইয়াছে। পাগড়ী ফেলিয়া, টুপি ফেলিয়া এমন কি নকল গোঁপ-দাড়ি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া তাহারা যখন আসল মূর্ত্তি লইয়া ওই ঘরের মধ্যে বিরাজমান, তখন সকলে সাশ্চর্য্যে উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই

পুলিশ-বাহিনী হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর হাসির বেগ যথাসম্ভব সংযত করিয়া নবীন বলিতে আরম্ভ করিল—"দেখুন! আমার নাম নবীন! আমি হচ্ছি আমাদের পল্লীমঙ্গল সমিতির গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান গোয়েন্দা। তা'ছাড়া আমি ও আমরা সকলেই পল্লীমঙ্গল সমিতির সেবক ও মানসের পূর্ব্ব বন্ধু। স্বপনবাবুকে সৎপথে আ'নবার সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়, এবং স্বপনবাবুর মাথায় যখন প্রতিমা-হরণের মতলব জেগে ওঠে, তখন থেকেই, আমরা ছদ্মবেশে স্বপনবাবুর সাহায্যকারী হিসাবে তাঁহার সমস্ত কাজেই সহায়তা ক'রে এসেছি এবং আজও পুলিশের ছদ্ম-বেশে তাঁহাকে গ্রেপ্তার ক'রে এই বিচারালয়ে নিয়ে এসেছিলাম। আসল পুলিশের হাত থেকে তিনি নিস্তার কখনই পেতেন না। শ্রীঘরে বসবাস তাঁ'কে নিশ্চিতই ক'রতে হ'ত। যাক্—আজ বড় আনন্দের দিন। কেমন! আমি বলেছিলাম না যে স্বপনকে সৎপথে আমি আন্‌বই আন্‌ব?

মানস। আমার সমস্ত সাধনা আজ তুমিই সফল ক'রলে নবীন!

স্বপন। আজ আমি তোমাদের মধ্যে এসে ধন্য হ'লাম ভাই!

নীলিমা। আজ আবার নতুন ক'রে আমার চক্ষু সার্থক হ'ল তোমাদের সকলের মিলন দেখে। বিশেষতঃ মানস-প্রতিমাকে মিলিত হ'তে দেখে।

রামকমল। আমার খোকনের অন্নপ্রাশনের দিনে যে দু'টি বিরহী-জীবনের মিলন হ'ল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সে মিলন যেন চির-মধুময় হয়ে ওঠে। শ্রীভগবানের কাছে আরও একটী কামনা, ঠিক্ এমনি একটী দিনে যেন সকলে মানসবাবুর বাড়ীতে আর একটী অন্নপ্রাশন উৎসবে আবার আমরা মিলিত হ'তে পারি। আমি যদি মানসবাবুর প্রতিষ্ঠীত পল্লীমঙ্গল সমিতির গোয়েন্দা বিভাগে সংবাদ না দিয়ে, নীলিমার কথামত স্বপনকুমারের নামে পুলিশে ডাইরি ক'রে আসতুম, তা'হলে মানস-প্রতিমার মিলন ঘটান সম্ভব হ'লেও স্বপন রাণীর বিরহ কোনদিনই হয় ত' মিলন-পর্ব্বে এসে পৌঁছুত না। কারণ, স্বপনবাবু যদি আসল পুলিশের হাতে প'ড়তেন, তা'হলে তাঁ'র বরাতে শ্রীঘর-বাস নিশ্চিতই ঘটত।

নিয়তির কঠোর পরিহাস অন্তে মানস ও প্রতিমার হইল পূনর্মিলন। স্বপন ও রাণীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রেম নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। সকলেই ভুলিয়া গেল অতীতের যত বেদনা ও গ্লানি। শুভ মিলনকে কেন্দ্র করিয়া দুইটী সুখের নীড় গড়িয়া উঠিল। মানস, প্রতিমাকে পাইয়া পরম শান্তি লাভ করিল—স্বপন তাহার রাণীকে লইয়া সুখের সংসার পাতিল। পল্লীমঙ্গল সমিতির পর-মঙ্গল-কামনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিল। স্বপনের দেওয়া সমস্ত ঘুষের টাকা সমবায় সমিতিতে জমা পড়িল।

নীলিমার হস্তস্থিত মঙ্গল-শঙ্খ পুনরায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।